- তাফসীরে কুরআন (আল্লাহ পাকের শান)
- হরিণ ও তার বাচ্চা
- দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত
- তবে সঠিক কোনটি?
- অক্ষর সাজান
- স্বপ্নের জগত
- সফর নামা

ফয়যানে মদীনা

সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

Presented by :
Translation Department (Dawat-e-Islami)

ফয়যানে মদীনা

সেপ্টেম্বর ২০২২

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

দেখতে থাকুন

তাফসীরে কুরআনে করীম

আল্লাহ পাকের শান

মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

(كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿۲۹﴾) **অনুবাদ:** প্রত্যেহ **তাঁর** একেকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কাজ রয়েছে। (পারা ২৭, আর রহমান, ২৯)

তাফসীর: এই আয়াতের শানে নুযুলের ব্যাপারে বলা হয়েছে, এই আয়াত ঐ সকল ইহুদীদের প্রত্যাখ্যানে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বলতো, **আল্লাহ পাক** শনিবার কোন কাজ করেন না। (খাযিন, আর রহমান, ২৯নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/২১১) এতে বলা হয়েছে যে, **আল্লাহ পাকের** কাজের প্রকাশ প্রতিদিন, প্রতিটি সময়, প্রতিটি মুহূর্তে হতে থাকে। **আল্লাহ পাকের** গুণাবলীর তাজাল্লীর আধিক্য আমাদের চিন্তা ভাবনা থেকেও উন্নত। **আল্লাহ পাক** সর্বদা নিজের কুদরতের প্রভাব প্রকাশ করে থাকেন, কাউকে রিযিক দেন, কাউকে জীবন দান করেন, কাউকে মৃত্যু প্রদান করেন, কাউকে সম্মান দ্বারা ধন্য করেন ও কাউকে অপমানে লিপ্ত করে দেন, কাউকে ধন সম্পদের আধিক্য দান করেন আর কাউকে নিজের হিকমতের মুখাপেক্ষীতার শিকার করেন **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** শান হলো যে, **তিনি** গুনাহ ক্ষমা করেন, দুঃখ কষ্ট দূর করেন, কোন জাতিকে উন্নতি দান করেন ও কোন জাতিকে অবনতি দ্বারা ছিন্নভিন্ন করে দেন। (ইবনে মাজাহ, ১/১৩৪, হাদীস ২০২) **আল্লাহ পাক** সর্বদা কোন না কোন কাজে রয়েছেন কিন্তু এভাবে বলা যাবে না যে, "**তিনি** ব্যস্ত বা **তিনি** মশগুল আছেন", কেননা এই শব্দগুলো নিজের মৌলিক আরবী অর্থের ভিত্তিতে **আল্লাহ পাকের** শানের উপযুক্ত নয়।

আল্লাহ পাকের কাজের প্রকাশ প্রতিটি দিন, প্রতিটি সময় ও প্রতিটি মুহূর্ত লাখো কোটি অবস্থায় হতে থাকে, যদি সকল মানুষ মিলেও নিজের সকল প্রকার মেধা ও জ্ঞান ব্যবহার করে **আল্লাহ পাকের** কর্মকে আবৃত করতে চায় তবে সম্ভব নয়, বুঝার জন্য কয়েকটি উদাহরণ সম্পর্কে চিন্তা করুন যে, আপনারা বিশ্ব ব্যবস্থা দেখুন, যতটুকু মানুষের চোখ কোন যন্ত্র ব্যতীত বা যন্ত্র সহকারে দেখে ততটুকু প্রতি মুহূর্তে বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে। দিন রাতে পরিবর্তিত হওয়া ও রাত দিনে পরিবর্তিত হওয়া, এক মুহূর্তের কাজ তো নয় বরং পর্যায়ক্রমে সূর্য উদিত হয়, ধীরে ধীরে অস্ত যায় এবং রাতকে নিজের বাহু বন্ধনে লুকিয়ে নেয় আর এই সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনার মূল প্রভাব **আল্লাহ পাকেরই:** (تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ) **অনুবাদ:** তুমি দিনের অংশ রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করো এবং রাতের অংশ দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করো। (পারা ৩, আলে ইমরান, ২৭) এভাবে নতুন নতুন সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করছে। প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষ ও পশুর জীবন আর একই সময়ে একটি বড় অংশ জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছে, ইরশাদ করেন: (وَ تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ) **অনুবাদ:** মৃত থেকে জীবিত বের করো এবং জীবিত থেকে মৃত বের করো। (পারা ৩, আলে ইমরান, ৭)

ঐ দয়ালু **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া প্রার্থনা করা হচ্ছে, অসুস্থ সুস্থতার জন্য, পেরেশানগ্রস্থ ভালো অবস্থার জন্য, নিঃসন্তান সন্তান লাভের জন্য, অভাবী প্রশস্ত রিযিকের জন্য ও বিপদগ্রস্থ বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দোয়ায় মশগুল আর এই দোয়া সমস্ত সৃষ্টির পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও ভাষায় হয়ে থাকে আর নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** সকলের দোয়া শুনেনও আর নিজের ইচ্ছা ও হিকমত অনুযায়ী বান্দার চাহিদাও পূরণ করে থাকেন।

কুরআনে মজীদের কিছু অংশের সংক্ষিপ্তাকারেও অধ্যয়ন করুন, তবে **আল্লাহ পাকের** কর্ম কিছুটা এভাবে সামনে আসে যে, **আল্লাহ পাক** মানুষকে হেদায়ত দেন, ফাসিকদের পথভ্রষ্টতায় যেতে দেন, বান্দার গুনাহ ক্ষমা করেন এবং নেয়ামত প্রদান করেন, সকল সৃষ্টির প্রতিটি আমল বিশদভাবে দেখেন জানেন, **আল্লাহর** যিকিরে মশগুল মানুষদের স্মরন করেন, বান্দার কাছে থেকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা নেন, তাওবা কবুল করেন, সকল সৃষ্টিকে রিযিক প্রদান করেন, মুসলমানকে অন্ধকার থেকে নূরের দিকে বের করেন, হেদায়ত প্রার্থীকে হেদায়তের নেয়ামত দেন, যাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন, বান্দার নেকী সমূহ কবুল করেন, সুদ ধ্বংস করে দেন এবং সদকায় বরকত প্রদান করেন, শিশুদের জন্মের পূর্বে যেভাবে ইচ্ছা তাদের আকৃতি বানান, অসহায়দের সাহায্য করেন, যাকে ইচ্ছা সম্রাজ্য দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা সম্রাজ্য ছিনিয়ে

নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপদস্থতার উপত্যকায় নামিয়ে দেন।

নেককার লোকদের ভালোবাসেন ও খারাপ লোকদের অপছন্দ করেন, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের প্রতিদান প্রদান করেন এবং ধৈর্য, নেকী এবং তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন, নিজের জ্ঞানের ভান্ডার থেকে প্রদান করেন, বান্দাদের উপর সহজতা চান এবং তাদেরকে সহজতা প্রদান করেন। এসব কিছুর পরও বাস্তবতা হলো যে, স্বয়ং **রাব্বুল আলামিন জাল্লা জালালুহু** নিজের ব্যাপারে যা ইরশাদ করেছেন তাই হলো শেষ কথা আর এর মাধ্যমেই আমাদের অন্তরের আশা কিছুটা প্রকাশ হতে পারে আর তা হলো যে, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: (قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿۱۰۹﴾) **অনুবাদ:** আপনি বলে দিন, 'যদি সমুদ্র আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ লেখার জন্য কালি হয়, তবে অবশ্যই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ শেষ হবে না, যদিও আমি অনুরূপ আরো (সমুদ্র) এর সাহায্যার্থে নিয়ে আসি।' (পারা ১৬, কাহাফ, ১০৯) (وَ لَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ یَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ﴿۲۷﴾) **অনুবাদ:** আর যদি পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সবই কলম হয়ে যায় আর সমুদ্র তার কালি হয়, এরপর আরো সাতটি সমুদ্র, তবুও **আল্লাহ**র বাণীসমূহ নিঃশেষ হবে না। নিশ্চয় **আল্লাহ** সম্মানীত ও প্রজ্ঞাময়। (পারা ২১, লুকমান, ২৭) অর্থাৎ যদি সারা পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল বৃক্ষকে কলম বানিয়ে দেয়া হয়, যা কোটির চেয়েও কোটি গুন বেশি হবে এবং লিখার জন্য সমুদ্র বরং সাত সমুদ্রকে কালি বানিয়ে নেয়া হয় আর এই কলম ও কালির মাধ্যমে **আল্লাহ পাকে**র মহত্ব যেমন; জ্ঞান, কুদরত, গুণাবলী লিখা হয় তবে সকল কলম ও সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে কিন্তু **আল্লাহ**র মহত্বের বাক্য শেষ হবে না, কেননা সমুদ্র সাতটি হোক বা কোটি, যতই হোক তা সীমাবদ্ধ আর এর কোন না কোন শেষ রয়েছে আর **আল্লাহ পাকে**র মহত্বের কোন শেষ নেই, তো সীমাবদ্ধ জিনিস অসীমের সাথে মিলিত হতে পারে না।

হে **আল্লাহ পাক**! আমাদের অন্তরকে তোমার মহত্ব ও ভালোবাসা দ্বারা ধন্য করে দাও এবং আমাদের ঈমানের হিফাযত করো।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

একটি ঘটনা একটি মুজিযা

হরিণ ও তার বাচ্চা

আরশাদ আসলাম আত্তারী মাদানী

বিকেল বেলা, দাদাজান রুমে বসে চা পান করছিলেন, সুহাইব তাঁর নিকট এসে বললো: দাদাজান! আজ তো রবিবার আর এখন বিকেলও হয়ে গেছে, আপনি পার্কে নিয়ে যাওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। খুবাইব ও উম্মে হাবীবাও দাদাজানের নিকট এসে গেলো, উভয়ে একই সাথে বললো: আমরাও পার্কে যাবো। দাদাজান বললো: আচ্ছা আচ্ছা! যেও, প্রথমে আমাকে বলো যে, পার্কে গিয়ে কি করবে? খুবাইব ও উম্মে হাবীবা বললো: আমরা তো দোলনায় চড়বো, এটা ওটা খাবো, মজা করবো।

দাদাজান সুহাইবের দিকে তাকিয়ে বললো: সুহাইব! আপনি পার্কে গিয়ে কি করবেন? সুহাইব বললো: আমিও এসব কাজ করবো, কিন্তু আরো একটি কাজ করবো। সবাই আশ্চর্য হয়ে সুহাইবের দিকে তাকালো এবং জিজ্ঞাসা করলো: কি করবে? সুহাইব খুশি হয়ে বললো: আমি পশুও দেখবো, পার্কে পশুও রয়েছে।

উম্মে হাবীবা বললো: আরে বাহ! কিন্তু পার্কে তো শুধু দোলনা ছিলো, এই পশুরা কবে এসে গেলো? সুহাইব বললো: ওয়াইস বলছিলো, সে কাল তার দাদাজানের সাথে গিয়েছিলো। উম্মে হাবীবা বললো: আচ্ছা সুহাইব বলো তো! সেখানে কোন কোন পশু এসেছে? সুহাইব বললো: পার্কে বানর, বাঘ, সিংহ, তোতা পাখি, কবুতর, উটপাখি, কুমির, হরিণ এবং এর ছোট ছোট বাচ্চাও রয়েছে।

খুবাইব বললো: দাদাজান! আমি তো সিংহ ও বাঘের সাথে সেলফী তুলবো। উম্মে হাবীবা বললো: আমি তো হরিণ ও এর বাচ্চার সাথে ছবি তুলবো। উম্মে হাবীবার কথা শুনে দাদাজান বললো: হ্যাঁ ভাই! বাহাদুর বাচ্চারা বাঘ ও সিংহের সাথে আর ভদ্র বাচ্চারা হরিণের সাথে ছবি তুলবে।

উম্মে হাবীবা বললো: দাদাজান! আমরা বাঘ ও সিংহের ব্যাপারে তো জানি কিন্তু হরিণের ব্যাপারে কিছুই জানিনা, হরিণের ব্যাপারে কিছু বলুন।

দাদাজান বললো: (১) হরিণ হলো বন্য প্রাণী, জঙ্গলেই থাকে। (২) হরিণ দলবদ্ধ হয়ে থাকে, যেখানেই যায় একসাথেই যায়, পৃথক পৃথক যায় না। (৩) হরিণ খুবই শান্ত প্রাণী, না কাউকে বিরক্ত করে আর না কাউকে কষ্ট দেয়। (৪) হরিণ ঘাস ও গাছের পাতা খেয়ে থাকে। (৫) হরিণ হালাল প্রাণী, যেমন আমরা গরু, ছাগলের মাংস খাই, তেমনই এর মাংসও খাওয়া যায়।

উম্মে হাবীবা বললো: দাদাজান আরো কিছু বলুন, দাদাজান বললো: আর কিছু তো মনে পড়ছে না, হ্যাঁ! হরিণ ও আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি মুজিযা মনে পড়েছে, যাতে হরিণ আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কথা বলেছিলো, তা শুনিয়ে দিচ্ছি। বাচ্চারা খুশি হয়ে বললো: জি দাদাজান এটাই বলুন!

দাদাজান বললো: এক লোক একটি হরিণ করলো, আমার মনে হয়, হরিণ বাঁচার জন্য ফাঁদ খুলতে ও পালাতে চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু সে পালাতে পারলো না এবং বিফল হলো।

হরিণ **আমাদের নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখলো, সে ডাক দিলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আমাদের নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকালেন, তখন **তিনি** একটি হরিণকে বাঁধা অবস্থায় দেখলেন। হরিণ বললো: আমার নিকট আসুন, **আমাদের নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হরিণের পাশে গেলেন এবং তাকে বললেন: তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে? হরিণ বললো: আমাকে ছেড়ে দিন, আমার দু'টি বাচ্চা ক্ষুধার্ত, আমি তাদেরকে দুধ পান করিয়ে ফিরে আসবো। **তিনি** হরিণকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি ফিরে আসবে? হরিণ বললো: যদি আমি ফিরে না আসি তবে **আল্লাহ পাক** আমাকে শাস্তি দিবেন। এরপর **আমাদের নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হরিণকে মুক্ত করে দিলেন আর সে নিজের বাচ্চাদের নিকট চলে গেলো।

খুবাইব বললো: দাদাজান! আমরা তো জানি, **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **পশুদের কথা বুঝতেন ও তাদের সাথে কথা বলতেন, উত্তর দিতেন**। এখন এটা বলুন, পশুরাও কি জানতো, **তিনি আল্লাহ পাকের নবী**। দাদাজান বললো: বৎস! শুধু পশুরা নয় বরং **পৃথিবীর সকল কিছুই জানতো, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের নবী।**

সুহাইব প্রশ্ন করলো: হরিণ কি ফিরে এসেছিলো? দাদাজান বললো: হ্যাঁ! কিছুক্ষণ পর হরিণ ফিরে আসলো, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে বেঁধে দিলেন।

সেখানে সেই লোকটিও ছিলো, যে হরিণকে ধরে বেঁধে রেখেছিলো, সে এসব দেখে খুবই আশ্চর্য হলো, সে **আমাদের নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার কোন আদেশ? **আমাদের নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি এই হরিণটিকে ছেড়ে দাও, সেই লোকটি হরিণটিকে ছেড়ে দিলো। হরিণটি দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে বলতে লাগলো, "**আল্লাহ ছাড়া** কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয় এবং আপনি **আল্লাহর রাসূল**।" **(মু'জামু কবীর, ২৩/৩৩১, হাদীস ৭৬৩)**
দাদাজান মুজিযা শুনানোর পর বললো: পার্কে যাবে না? চলো চলো দ্রুত প্রস্তুতি নাও.....।

জ্ঞানই আলো

অতুলনীয় ইমামের উদাহরণ প্রদান

মাওলানা মুহাম্মদ আব্বাস আত্তারী মাদানী

কাউকে কোন বিষয় বুঝানোর একটি অনন্য পদ্ধতি হলো উদাহরণ দিয়ে বুঝানো। কুরআনে করীমের অনেক জায়গায় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে এবং মুয়াল্লিমে আযম জনাবে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অসংখ্য আহকাম ও উপদেশকে উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও নিজের কালামে বিভিন্ন জায়গায় এই হৃদয়কাড়া শৈলী ব্যবহার করেছেন। সফরুল মুযাফফর ১৪৪০ হিজরীতে শতবর্ষী ওরশে আলা হযরতের সময় প্রকাশিত হওয়ার বিশেষ সংখ্যা **"ফয়যানে ইমামে আহলে সুন্নাত"** এর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব থেকে ২২টি আর সফরুল মুযাফফর ১৪৪০ হিজরীতে আরো ৬টি উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছিলো, এবার আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কালাম থেকে আরো কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করছি:

(১) **আল্লাহ ও রাসূলের ব্যাপার এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার:** দ্বীনি কার্যাবলীর গুরুত্বকে বুঝার এবং নিজের ব্যক্তিগত কাজের উপর একে প্রাধান্য দেয়ার প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:"মানুষ যদি **আল্লাহ** ও **রাসূলের** ব্যাপারকে (কমপক্ষে) নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারের সমানই রাখে তবে দ্বীনের ক্ষেত্রে তার কার্যকলাপের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, আমরা দেখি, মানুষ সামান্য নালার মালিকানা বরং শুধু ন্যায়ের জন্য কিরূপ প্রাণপন চেষ্টা করে থাকে, এর মামলা শেষ পর্যন্ত চলে, কেউ চেষ্টার ত্রুটি রাখে না, এক পয়সার সম্পদে হাজার টাকা খরচ করে দেয়, দুনিয়াবী সঙ্গীর বিরুদ্ধে কোন ভাবেই নিজের পরাজয় মেন নেয় না।" (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ১৪/৫৭৫)

(২) **সাহাবা ও আহলে বাইতের প্রেম:** সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ভালবাসার শিক্ষা দিতে গিয়ে এবং যারা সাহাবায়ে কিরামকে গালমন্দ করে তাদের থেকে নিজেকে ও ঈমান বাঁচার উপদেশ দিতে গিয়ে ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি উদাহরণ প্রদান করেন: "মুসলমানরা! একটু **আল্লাহ** ও **রাসূলের** দিকে মনোযোগ দিয়ে ঈমানের অন্তরে হাত রেখে দেখো। যদি কিছু লোক তোমাদের পিতামাতাকে রাতদিন বিনা কারণে অশ্লীল গালমন্দ করাকে নিজেদের অভ্যাস বানিয়ে নেয় বরং নিজেদের দ্বীন সাব্যস্ত করে নেয়, তোমরা কি তাদের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাক্ষাত করবে?

কখনোই নয়। যদি তোমার মাঝে নামের সম্মান অবশিষ্ট থাকে, যদি তোমার মাঝে মানবতা অবশিষ্ট থাকে, যদি তোমার মাকে মা মনে করো, যদি তুমি নিজের পিতা থেকেই জন্ম নিয়ে থাকো তবে তাদের দেখে তোমার অন্তর বোঝায় পূর্ণ হয়ে যাবে, তোমার চোখে রক্ত উঠে যাবে, তুমি তাদের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকানোকে পছন্দ করবে না। সত্যি বলছি! সিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযম (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا) যায়িদ কিংবা তোমার পিতা? উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا) যায়িদ কিংবা তোমার মা? আমরা সিদ্দিক ও ফারুক (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا) এর নগন্য গোলাম এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰہ উম্মুল মুমিনীন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا) এর সন্তান বলে থাকি, তাঁদেরকে গালমন্দকারীর সাথে যদি এই আচরণ না করা হয়, যে আচরণ তুমি তোমার মা বরং নিজেকে গালমন্দকারীর সাথে করে থাকো তবে আমরা খুবই অকৃতজ্ঞ গোলাম এবং অনুপযুক্ত সন্তান। ঈমানের চাহিদাই হলো, এরপর তুমি জানো আর তোমার কাজ জানে।" **(মলফুযাতে আলা হযরত, ১৭০ পৃষ্ঠা)**

(৩) বাগানের পরিভ্রমন: কোন মজলিশের সব ভাল বিষয় ছেড়ে খারাপ বিষয় প্রচারকারীর উদাহরণ সেই মানুষের মতো বর্ণিত হয়েছে, যে ছাগলের পুরো পাল ছেড়ে রাখালের কুকুর ধরে নিয়ে আসে। এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপারে ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ একটি উদাহরণ বর্ণনা করে বলেন: "নিজের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের জন্য তার কিতাব পড়ার উদাহরণ একেবারে শুকর ও বাগান পরিভ্রমনের মতোই হয়ে থাকে, ফুল প্রস্ফুটিত হয়, কলি মুখ তুলে তাকায়, কান্ড বাতাসে দুলছে, ফোয়ারা চলছে, বুলবুলি গান গাইছে, তার (শুকরের) কোনরূপ উপভোগের কাজ নেই, সে এই অনুসন্ধানে ঘুরছে যে, কোথায় ময়লা পড়ে আছে, তা মজা করে খাবে, অনুরূপ এমনই অবস্থা পথভ্রষ্ট বদদ্বীনের হয়ে থাকে, হাজার পৃষ্ঠার কিতাবে লাখো বিষয় উন্নত ও মহান উপকারীতা রয়েছে, সেই বিষয়ে সে কথা বলবে না, সম্পূর্ণ কিতাবে যদি কোন ভুল বাক্য নিজের উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়, তাই নিয়ে নিবে যদিও আসলে তা তার উদ্দেশ্য প্রণোদিতও নয়, এই বিষয়টিতে সে শুকরের চেয়েও নিকৃষ্ট হলো যে, সে ময়লা নিবে তাও নিজের চাহিদারটি আর এই লোকের (বদমাযহাবী) এরও বিবেচনা নেই।"

(৪) ফোনোগ্রাফ: ফোনোগ্রাফ বা গ্রামোফোন একটি রেকর্ডার, যা প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে ১৮৭৭ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিলো, এতে আওয়াজ রেকর্ড হয়ে যেতো। কিছু লোক বলতো যে, ফোনোগ্রাফে যেহেতু মূল আওয়াজ থাকে না বরং আওয়াজের নকল (কপি) হয়ে থাকে অতএব ফনোগ্রাফে হারাম আওয়াজ (গানবাজনা, মিউজিক ইত্যাদি) শুনাতে مَعَاذَ اللّٰہ কোন সমস্যা নেই। ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এ ব্যাপারে **"আল কাশফু শাফিয়া হুকুমু ফোনোজিরাফিয়া"** পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেন এবং স্পষ্টভাবে বলেন, যেই আওয়াজ ফোনোগ্রাফ ব্যতীত শুনা হারাম তা ফোনোগ্রাফেও শুনা হারাম। ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এই বিভ্রান্তি স্বরূপ উম্মোচন করতে গিয়ে উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করেন: "অবস্থা তো তখনই

বুঝা যাবে, যখন যায়িদের নিন্দা বা তার পিতামাতাকে গালাগালি এই যন্ত্রের (ফোনোগ্রাফ) মাধ্যমে শুনানো হবে....। এতেও কি সেই একই প্রভাব পড়বে না? যা ফোনোগ্রাফ ব্যতীত শুনাতে হয়ে থাকে! অতঃপর নিজের জন্য পার্থক্য না করা এবং **আল্লাহ**র অবাধ্যতাকে হালকা করে নেয়ার জন্য এই বাহানা বের করা সততা থেকে কতটুকু দূরে।" (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ৫/৪৬৭)

(৫) মধু ও বিষ: তাকদীরের স্পর্শকাতর মাসআলার ব্যাপারে ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"সালজুস সদর লিঈমানিল কাদরি"** নামক পুস্তিকা রচনা করেন, যা নিজস্ব বিষয়বস্তুর উপর একটি অনন্য রচনা, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে একটি অনন্য উদাহরণ বর্ণনা করেন, লিখেন: "দু'টি পাত্রে মধু ও বিষ রয়েছে আর উভয়ই **আল্লাহ**রই সৃষ্টিকৃত, মধুতে আরোগ্য রয়েছে আর বিষে ধ্বংস করার প্রভাবও তিনিই রেখেছেন। জ্ঞানী হাকীমদের পাঠিয়ে বলেও দিয়েছেন যে, দেখো! এটা হলো মধু, এর এই উপকারীতা, আর সাবধান! এট হলো বিষ, এটা পান করাতে মৃত্যু হয়ে যায়। এই পরামর্শক ও কল্যাণকামী হাকীমে কিরামের এই মুবারক আওয়াজ সমগ্র জগতে গুঞ্জন করলো এবং এক একজন লোকের কানে পৌঁছে গেলো। এরপরও কেউ মধুর পাত্র নিয়ে পান করলো আর কেউ বিষের।"

মধুও **আল্লাহ পাকে**র সৃষ্টি, বিষও **তাঁরই** সৃষ্টি, তবে বিষ পানকারী কেনো প্রত্যাখ্যাত হয়? এই কুমন্ত্রণার উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: "হ্যাঁ! প্রত্যাখানে এটাই কারণ যে, মধু এবং বিষ সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। মহামান্য হাকীমে কিরামের মাধ্যমে লাভ ক্ষতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। হাত, মুখ ও কণ্ঠনালী তার আয়ত্বে দিয়ে দেয়া হয়েছে। দেখার জন্য চোখ, বুঝার জন্য জ্ঞান তাকে দিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এই হাত যা দিয়ে সে বিষের পাত্র উঠিয়ে পান করেছে, মধুর পাত্রের দিকে যদি যেতো তবে **আল্লাহ পাক** তা উঠানোই সৃষ্টি করে দিতেন।"

কিছুদুর পর উদাহরণ থেকে বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে এসে বলেন: "মানুষ ন্যায় সহকারে যদি কাজ করে তবে এই ধরনের বক্তৃতা ও উদাহরণই যথেষ্ট। মধুর পাত্র **আল্লাহ**র আনুগত্যের আর বিষের শিশি **তাঁর** অবাধ্যতার আর ঐ মহান হাকীম, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ও উপদেশ এই মধু থেকে উপকৃত হওয়া যে, **আল্লাহ**রই ইচ্ছাতেই হবে আর পথভ্রষ্টতা হলো এই বিষের ক্ষতি করা, এটাও **তাঁরই** ইচ্ছাতেই হবে, কিন্তু আনুগত্যকারী প্রশংসিত হবে আর অবাধ্যতাকারী নিন্দিত ও অপরাধী হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।" (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৯/২৯০-২৯২)

সেপ্টেম্বর ২০২২ইং

(০১) ইন্তিকালের পর আসা পেনশনের মালিকানার বিধান

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, ইন্তিকালের পর আসা পেনশন কার মালিকানায় হবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

সরকারি প্রতিষ্ঠান ও অনেক কোম্পানির পক্ষ থেকে নিজের কর্মচারীদের ইন্তিকালে পেনশন নামে প্রদত্ত টাকা বেতনের অংশ নয় এবং মৃত ব্যক্তি এর মালিকও নয়, বরং সরকার বা কোম্পানির পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ হয়ে থাকে, অতএব সেই টাকা পরিত্যক্ত সম্পদ নয় বরং তারই হক, যার নামে সরকার বা কোম্পানি প্রদান করেছে, কোন একজন ওয়ারিশের নামে প্রদান করলে তবে শুধু সেই অধিকারী হবে (যেমন; মরহুমের স্ত্রী জীবিত থাকলে তবে সাধারণত তার নামেই প্রদান করা হয়, অতএব সেই মালিক হবে) অবশিষ্ট ওয়ারিশদের এতে কোন হক নেই আর যদি স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য ওয়ারিশদের জন্যও বিশেষ টাকা প্রদান করা হয় তবে যত টাকা যার জন্য প্রদান করা হবে, তত টাকারই সে হকদার হবে আর যে হকদার, গ্রহণ করার পর সেই মালিক হবে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

লিখক

মুফতী ফুযাইল রযা আত্তারী

(০২) কষ্টের কারণে সিজদায় নাকের হাড় না লাগানো কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, আমার নাকে একটি ফোঁড়া উঠেছে, যা খুব ব্যথা করছে এবং

বিশেষ করে সিজদার সময় নাকের হাড় লাগানোতে অনেক কষ্ট হয়, তবে কি আমি নাকের হাড় না লাগিয়েই সিজদা করতে পারবো, এতে আমার নামায কি হয়ে যাবে, তাছাড়া এই কষ্টের কারণে যেই নামায আমি নাকের হাড় না লাগিয়ে পড়েছি সেই নামাযের কি হুকুম হবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ

وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যেহেতু আপনার জন্য সিজদায় নাকের হাড় লাগানো কষ্টের কারণ হচ্ছে, তবে এই অবস্থায় সিজদায় নাকের হাড় লাগানো ব্যতীত আপনার নামায বিনা দ্বিধায় হয়ে যাবে এবং যত নামায আপনি এই কষ্টের কারণে নাকের হাড় না লাগিয়ে পড়েছেন, তাও হয়ে গেছে, তবে যখন কোন অপারগতা না হয় তবে নাকের হাড় মাটিতে লাগানো ওয়াজিব, এটা ব্যতীত নামায মাকরূহে তাহরীমি হবে, এই নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

লিখক

মুফতী ফুযাইল রযা আত্তারী

(০৩) কিরাতের সময় ইমাম সাহেবকে লুকমা দেয়ার বিধান

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, ইমাম সাহেব ইশার প্রথম রাকাতে সূরা কদরের তিলাওয়াত করেন এবং ভুলে দ্বিতীয় আয়াত "وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ" ছেড়ে দিলেন এবং এরপর থেকে কিরাত করতে লাগলেন, নামাযে শরীক একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হাফিয সাহেব লুকমা দিলো, ইমাম সাহেব লুকমা নিয়ে ভুল সংশোধন করলেন এবং নামায পূর্ণ করলেন, এখন প্রশ্ন হলো যে, এখানে লুকমা দেয়ার কি অবস্থা (মহল) ছিলো নাকি ছিলো না? তাছাড়া অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে কি লুকমা দিতে পারবে?

বিঃদ্রঃ- হাফিয সাহেবের বয়স এগারো বছর আর সে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নামাযের আরাকানগুলো আদায় করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ

وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় আয়াত ছুটে যাওয়ার কারণে যদিও অর্থে কোন ব্যঘাত সৃষ্টি হয়নি কিন্তু যেহেতু কিরাতে ভুল ছিলো, অতএব এখানে লুকমা দেয়া নির্ধারিত হওয়ার কারণে বিশুদ্ধ ছিলো, অনুরূপভাবে লুকমা প্রদানকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবেক সম্পন্ন বালেগ হওয়ার কাছাকাছি ছেলে, যখন নামাযের আরাকান সমূহ বিশুদ্ধভাবে আদায় করে নেয়, তবে তার লুকমা দেয়ার কারণেও নামাযে কোন ব্যঘাত সৃষ্টি হয়নি এবং নামায বিশুদ্ধ হয়ে গেলো।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

লিখক

মুফতী ফুযাইল রযা আত্তারী

(০৪) মৃতকে দাফন করার জন্য পুরাতন কবর খনন করা কেমন?

প্রশ্নঃ ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেনঃ আমি কবর খননকারী, আমার নিকট অনেক লোক যখন কবর খননের জন্য আসে তখন তারা নিজেদের পূর্বে মৃত্যুবরণ করা কোন মরহুমের কবরের নিকট কবর খনন করতে বলেন, এখন মাঝে মাঝে তো সেখানে জায়গা থাকে তখন আমি বানিয়ে দিই আর মাঝে মাঝে জায়গা থাকে না বা একেবারে সামান্য জায়গা থাকে যে, যাতে নতুন কবর বানানো যাবে না, এমতাবস্থায় তারা বলে যে, এই যে পূর্বের কবর তা অনেক বছর পুরাতন হয়ে গেছে, লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আপনি এতেই নতুন কবর বানিয়ে দিন আর যদি কিছু জায়গা থাকে তবে বলে অবশিষ্ট জায়গা এই কবর থেকে নিন, মোটকথা তারা পুরাতন কবর খননের জন্য বলে থাকে, তবে কি তাদের বলাতে আমি পুরাতন কবর খনন করতে পারবো নাকি পারবো না?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

কোন মুসলমানের কবর শরীয়তের বিনা প্রয়োজনে খনন করা নাজায়িয ও গুনাহ, যদিও কবর পুরাতন হোক এবং মৃতের হাড়গোড় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, বরং তার সারা শরীর মাটি হয়ে যাক, কেননা এতে মৃতের অপমান ও অপদস্ততা বিদ্যমান, আর মুসলমানকে অপমান করা হারাম এবং শুধুমাত্র নিকটাত্মীয়ের পাশে দাফন করা কোন শরয়ী জরুরী নয় যে, যার কারণে এই নাজায়িয কাজ সম্পাদন করার অনুমতি হতে পারে অতএব উল্লেখিত মাসআলায় তাদের আপনার নিকট দাবী করা এবং আপনার সেই অনুযায়ী কাজ করা, নাজায়িয ও গুনাহ।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উত্তরদাতা	সত্যয়ন
মুহাম্মদ সাঈদ আত্তারী মাদানী	মুফতী ফুযাইল রযা আত্তারী

হযরত আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا

ওয়াসিম আকরাম আত্তারী মাদানী

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দাদা হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহজাদি, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতা হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বোন এবং আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফি হযরত আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ঐ মহান মহিলা সাহাবী, যিনি জাহেলিয়্যত ও ইসলামী যুগের উত্তম এবং সুন্দর মতামত প্রদানকারী মহিলা আর অন্যতম কবি ছিলেন। (আল আ'লামু লিল যুরকালি, ১/২৯০)

মায়ের নাম: তাঁর মায়ের নাম ছিলো ফাতিমা বিনতে আমর।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ১/৭৩)

বৈবাহিক জীবন: ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর প্রথম বিবাহ উমাইর বিন ওয়াহাবের সাথে হয়েছিলো, যার থেকে ইসলামের প্রথম মুহাজির ও বদরী সাহাবী হযরত তুলাইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্ম হয়। এর পর তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ আরতাত বিন শুরাহাবিলের সাথে হয় যার থেকে ফাতিমা নামের মেয়ের জন্ম হয়। (তাবকাত ইবনে সাআদ, ৮/৩৫)

প্রাণ উৎসর্গের বাসনা: যখন হযরত তুলাইব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের আম্মাকে ইসলাম কবুলের সুসংবাদ শুনালেন তখন তিনি তাঁর উৎসাহকে প্রকাশ এভাবে করেন: নিশ্চয় তোমার মামার ছেলে তোমাদের সাহায্যের সবচেয়ে বেশি হকদার। **আল্লাহ পাকের** শপথ! যদি আমিও এই বিষয় সক্ষম হতাম যে ব্যাপারে পুরুষদের সক্ষমতা অর্জিত রয়েছে, তবে অবশ্যই আমিও **তাঁকে** সুরক্ষা করতাম ও শত্রুদের **তাঁর** থেকে বিরত রাখতাম। (আল ইস্তিয়াব, ২/৩২৩)

ইসলাম কবুল: রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফিদের মধ্যে হযরত সাফিয়া ও হযরত আরওয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ইসলামের দৌলতে ধন্য হয়েছেন। (উসদুল গাবা, ৭/১০) তাবকাতে ইবনে সাআদে রয়েছে: তিনি মক্কায় মুসলমান হয়েছেন এবং মদীনার দিকে হিজরতও করেন। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৮/৩৫) তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিবরণ কিছুটা এরূপ রয়েছে, হযরত তুলাইব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলাম গ্রহণের পর নিজের আম্মাজান হযরত আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর

নিকট এসে বলতে লাগলো: মা! আমি ইসলাম কবুল করে নিয়েছি এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণও করেছি, কিন্তু আপনার ইসলাম কবুল করা ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন করাতে কোন বিষয়টি বাঁধা দিচ্ছে? আর আপনার ভাই হযরত হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও মুসলমান হয়ে গেছে! তিনি উত্তর দিলেন: আমি এই অপেক্ষায় রয়েছি যে, আমার বোন কি করে, যাতে আমিও তাই করতে পারি। হযরত তুলাইব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করেন: আমি আপনাকে আল্লাহ পাকের দোহাই দিচ্ছি, আপনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে **তাঁকে** সালাম করুন, **তাঁকে** সত্যয়ন করুন এবং এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিন, **আল্লাহ পাক** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই (অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যান)। ছেলের ফরিয়াদ শুনে মায়ের অন্তর বিগলিত হয়ে গেলো এবং তিনি কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। **(আল ইস্তিয়াব, ৪/৩৪৩)**

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁর মুখে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমর্থন করার পাশাপাশি নিজের শাহজাদাকেও **তাঁর** সাহায্য ও অনুসরণের প্রতি উদ্ভুদ্ধ করতেন। **(আল ইস্তিয়াব, ৪/৩৪৩)**

ওফাত: হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খেলাফতের যুগে তিনি ওফাত লাভ করেন। **(আল আ'লামু লিল যুরকালী, ১/২৯০)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইসলাম ও নারী

মহিলাদের ইমামে আহলে সুন্নাতের উপদেশ

উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া

২৫ সফরুল মুযাফফরের দিনকে আশিকানে রাসূল এমন একজন মনিষীর নামে স্মরণ করে, যিনি চৌদ্দশত হিজরী শতাব্দীতে দ্বীন ইসলামের জন্য অনেক সংগ্রাম করেছেন, আকীদার সুরক্ষা এবং আমলের সংশোধনে নিজের সময় ব্যয় করেছেন। এই মনিষী হলেন আলা হযরত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় সত্তা। **কানযুল ঈমান** নামক জগদ্বীখ্যাত কুরআনের অনুবাদ, **হাদায়িকে বখশিশ** নামক নাতের গ্রন্থ এবং প্রায় ৩০ খন্ড বিশিষ্ট **ফতোওয়ায়ে রযবিয়া**সহ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরবী, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় প্রায় ১০০০ কিতাব রচনা করেন। ২৫ সফরুল মুযাফফর ১৩৪০ হিজরীতে ইলম ও হিকমত এবং প্রেম ও ভালোবাসার এই সূর্য এই দুনিয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

তাঁর বাণীসমগ্র জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জন্য ইলম ও হিকমত এবং ওয়াজ ও নসীহতের মুক্তো। তাঁর রচনার বিভিন্ন স্থানে ইসলামী বোনদের জন্যও উপদেশ বিদ্যমান রয়েছে, এই ব্যাপারে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে তাঁর কয়েকটি উপদেশ নির্বাচন করা হলো, লক্ষ্য করুন!

চুড়ি বিক্রেতাকে দিয়ে চুড়ি পরিধান করা: কেউ তাঁকে প্রশ্ন করলো, মহিলাদের চুরি বিক্রেতাকে ডেকে পর্দা থেকে হাত বের করে চুড়ি বিক্রেতার হাতে হাত দিয়ে চুড়ি পরিধান করা কেমন? তখন এর উত্তরে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "হারাম, হারাম, হারাম। পরপুরুষকে হাত দেখানো হারাম। তার হাতে হাত দেয়া হারাম।" (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/২৪৭)

মহিলাদের নাত পাঠ করা: যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো যে, মহিলাদের এমনভাবে মিলাদ শরীফ পাঠ করা যে, আওয়াজ বাইরে পর্যন্ত শুনা যায়, জায়িয কি না? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তরে বললেন: "নাজায়িয, কেননা মহিলাদের আওয়াজও আওরাত (অর্থাৎ গোপন করার বিষয়) আর মহিলাদের সুরেলা কণ্ঠ পরপুরুষ শুনা ফিতনার উৎস।" (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/২৪০)

অন্ধের কাছ থেকে পর্দা: অন্ধের কাছ থেকে পর্দা এমনই যে, যেমন চোখ সম্পন্নদের সাথে এবং তার ঘরে যাওয়া, মহিলার নিকট বসা এমনই, যেমন চোখ সম্পন্নদের সাথে। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/২৩৫)

মহিলাদের মাযারে যাওয়া: মহিলাদের আউলিয়াদের মাযার ও সর্বসাধারণের কবর উভয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ৯/৫৩৬)

সক্ষমতা থাকার পরও অলঙ্কার না পরা: মহিলাদের সক্ষমতা থাকা অবস্থায় একেবারেই অলঙ্কার না পরা মাকরূহ, কেননা এটা পুরুষদের সামঞ্জস্যতা। হাদীসে পাকে রয়েছে: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله تعالٰى عليه وسلم يَكْرَهُ تَعَطُّرَ النِّسَاءِ وَتَشَبُّهَهُنَّ بِالرِّجَالِ (আন নাহায়া ফি গারায়িবুল হাদীস ওয়াল আসার, ৩/২৩২) **অনুবাদ: রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অলঙ্কার বিহীন থাকা মহিলাদের ও পুরুষদের সামঞ্জস্যতাকারী মহিলাদের অপছন্দ করেন। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/১২৭)

সম্মানিত ইসলামী বোনেরা! আলা হযরতের জীবনি ও কিতাব অধ্যয়ন করতে থাকুন এবং নিজেকে রযার শিক্ষার উপর অটল রাখুন! **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ইমামে আহলে সুন্নাতের শিক্ষার উপর আমল করার এবং তা প্রসার করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

স্বামীর ইন্তিকালের পর মহিলারা ইদ্দত কোথায় পালন করবে?

সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ানে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, আমার ছেলে (মুহাম্মদ তারিক) ২২ মার্চ ২০২২ ইং জনৈক শহরে ইন্তিকাল করেছিলো, তার দাফন আরেক শহরে হলো। আমার পুত্রবধু পূর্বের শহরের, সে মৃতের সাথে আরেক শহরে এসে গিয়েছিলো, এখন সে ইদ্দতের অবশিষ্ট দিনগুলো পূর্বের শহরে তার পিতামাতার ঘরে পালন করতে চায়, কেননা তার একটি পালিত কন্যা রয়েছে, যে তাকে ছাড়া থাকতে পারে না এবং মেয়ের লেখাপড়ারও সমস্যা রয়েছে। এখন মেয়ে পূর্বের শহরেই নানীর নিকট রয়েছে। এটাই জানতে চাই যে, সোয়া মাস শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট ইদ্দত নিজের মায়ের বাড়ি পূর্বের শহরে করতে পারবে নাকি পারবে না? কেউ কেউ বলছে যে, যদি মহিলা কয়েক কদম জানাযার সাথে চলে তবে তার সম্পূর্ণ ইদ্দত পালন করা আবশ্যক নয়, অথচ আমার পুত্রবধু মৃতের সাথে এক শহর থেকে আরেক শহরে এসেছে, তবে কি তার তবুও সম্পূর্ণ ইদ্দত পালন করতে হবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় আপনার পুত্রবধুর ইদ্দতের সময় সফর করে এই শহরে আসাও নাজায়িয ও হারাম ছিলো, তার উপর তাওবা ফরয, কেননা তার পূর্বের শহরে সেই বাড়িতেই ইদ্দত পালন করা আবশ্যক ছিলো, যেই ঘরে সে স্বামীর সাথে থাকতো, এখন যেহেতু ভুল হয়ে গেছে তখন হুকুম হলো যে, এই শহরেই চার মাস দশ দিন (অর্থাৎ পূর্ণ ১৩০দিন) ইদ্দত পূর্ণ করবে, যতক্ষণ ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে না, ততক্ষণ

তার সফর করা এবং নিজের বাপের বাড়ি যাওয়া জায়িয নেই।

যেমনিভাবে সফর অবস্থায় কারো স্বামীর ইন্তিকাল হয়ে গেলো এবং যেই জায়গায় ইন্তিকাল হলো তা ছিলো শহর, সেখান থেকে নিজের স্বামীর বাড়ি শরয়ী দূরত্বে রয়েছে তবে মহিলাকে সেই শহরেই ইদ্দত পালনের হুকুম দেয়া হবে, যদিও সে সেখান থেকে মুহরিমের সাথে ফিরে যেতে সক্ষমও হয়। অনুরূপভাবে এই অবস্থায়ও মহিলার জন্য এটাই হুকুম যে, সেই (বর্তমান) শহরে ইদ্দত পূর্ণ করার পর কোন মুহরিমের সাথে পূর্বের শহরে ফিরে যাবে।

সতর্কতা: মহিলাদের জানাযার সাথে চলা ও ইদ্দত শেষ হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুল, এর কোন বাস্তবতা নেই। ইদ্দত পালন করা ফরয, সর্বাবস্থায় ইদ্দত পূর্ণ করতেই হবে। যারা এরূপ কথা বলে, তারা গুনাহগার, এর জন্য তাদের তাওবাও জরুরী।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উত্তরদাতা	সত্যয়নকারী
মুহাম্মদ সাঈদ আত্তারী মাদানী	মুফতী ফুযাইল রযা আত্তারী

মাদানী পুস্তিকা অধ্যয়নের সাড়া

সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং/ সফর ১৪৪৪ হিঃ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শাওয়ালুল মুকাররাম ও যিলকাদাতুল হারাম ১৪৪৩ হিজরীতে নিম্নবর্ণিত মাদানী পুস্তিকা সমূহ পড়া/ শুনার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন আর পাঠকারী/ শ্রবণকারীকে দোয়া দ্বারা ধন্য করেছেন: **(১)** হে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই **"নামায আদায়ের সাওয়াব"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে নামাযী বানিয়ে দাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمین **(২)** হে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই **"১২৬টি সুন্নাত ও আদব"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে বারবার হজ্জের সৌভাগ্য দান করো এবং বারবার প্রিয় মদীনা দেখাও। اٰمین **(৩)** হে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি **"সাহাবায়ে কিরামের বাণীসমগ্র"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে **তোমার, তোমার প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবাও আহলে বাইতের সত্যিকার ভালোবাসা প্রদান করো এবং তার প্রতি সর্বদার জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও। اٰمین **(৪)** জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট জান্নাতের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর"** পুস্তিকা পাঠকারী/ শ্রবণকারীদের এই দোয়া প্রদান করেন: হে **আল্লাহ পাক!** যে ব্যক্তি এই **"আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট জান্নাতের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো নেক কাজ করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করে বিনা হিসাবে ক্ষমা দ্বারা ধন্য করো এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে তোমার **প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব দান করো আর এই দোয়া আমি গুনাহগারের হকেও কবুল করো। اٰمین بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পুস্তিকা	পাঠকারী/ শ্রবণকারী ইসলামী ভাই	ইসলামী বোন	মোট সংখ্যা
নামায আদায়ের সাওয়াব	১৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৭৯ জন	৯লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৬৫ জন	২৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৩৪৪ জন
১২৬টি সুন্নাত ও আদব	১৬ লক্ষ ২০ হাজার ৭৬৬ জন	১০ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৭১ জন	২৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৩৭ জন
সাহাবায়ে কিরামের বাণীসমগ্র	১৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮০১ জন	১০লক্ষ ১৭ হাজার ৬৫১ জন	২৬ লক্ষ ৯৭ হাজার ৪৫২ জন
আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট জান্নাতের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর	১৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৫১ জন	৯লক্ষ ৯৮ হাজার ১৩০ জন	২৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৮১ জন

তবে সঠিক কোনটি?

তালাকের স্তরসমূহ ও মহিলাদের প্রতি ইসলামের অনুগ্রহ (২য় পর্ব)

মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

তালাকের স্তর সমূহের বিস্তারিত বিবরণের পাশাপাশি এবার মহিলাদের সাথে সদাচরণ করার ব্যাপারে দ্বীনে ইসলামের ঐ সকল বিধি বিধানের উপর দৃষ্টি দিন, কোন কোন ভাবে মহিলাদের ছাড় ও তাদের অধিকার রক্ষা করা হয়েছে। অতএব একটি হুকুম তো এমনও দিয়েছে, স্বামীর দুই তালাক পর্যন্ত ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার রয়েছে আর যখনই সে তৃতীয় তালাক দিয়ে দিবে, তখন তার ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার শেষ হয়ে যায় এবং মহিলা নিজের সিদ্ধান্তে স্বাধীন। এখন এর সাথে আরো বলা হলো, স্ত্রীকে রাখা বা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে তোমার নিকট দু'টি পথ রয়েছে। প্রথমটি হলো; ভালো, উত্তম ও সুন্দর সমাজের স্বর্ণালী নিয়ম অনুযায়ী তাকে আবারো নিজের বিবাহ বন্ধনে রাখো আর দ্বিতীয়টি হলো; সুন্দর ও সম্মানের সহিত ছেড়ে দাও। سُبْحٰنَ اللہ! কিরূপ সুন্দর শিক্ষা যে, সর্বাবস্থায় স্ত্রীর সহিত সদাচরণই করো।

তালাক ও ফিরিয়ে নেয়ার সময় অনেকে খুবই অভদ্রতা প্রদর্শন করে থাকে, এক বা দুই তালাকের পর ফিরিয়ে নিয়ে স্ত্রীকে বিবাহে আটকে দেয়, যাতে তার উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন করতে পারে, তাকে আরো কষ্ট দিতে পারে, তার জীবনকে দূর্বিসহ করতে পারে এবং তার পিতামাতা, ভাইবোনকে আরো কষ্ট দিতে পারে। কুরআনের আলোকে এটা শয়তানী কাজ, **আল্লাহ**র সীমাকে ভঙ্গকারী মন্দ আমল। যখন **আল্লাহ পাক** এই সীমা নির্ধারণ করেছেন, মহিলাদের উপর অত্যাচার করবে না বরং তাকে উত্তম পদ্ধতিতে রাখবে, তবে এই হুকুম ও সীমাবদ্ধতার পরও স্বামীর স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া, **আল্লাহ**র সীমাকে পদদলিত করা, কেননা **আল্লাহ**র সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত সীমা হলো, যদি রাখো তবে কোন কষ্ট না দিয়ে ভালভাবে রাখো আর যদি ছেড়েই দাও তবে অত্যাচার ও নিপীড়ন এবং বিদ্রুপ ও কটাক্ষ করা ব্যতীত সুন্দরভাবে ছেড়ে দাও আর যেখানে মহিলাকে কষ্ট দেয়ার জন্য বিবাহ বন্ধনে রাখবে তবে সে ব্যাপারে **আল্লাহ পাকের** গযব ও অসন্তুষ্টিকে প্রত্যক্ষ করুন, সূরা বাকারায় ইরশাদ হচ্ছে: (وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَ مَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰیٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۟ وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَ مَاۤ اَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۲۳۱﴾)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তাদের মেয়াদ (ইদ্দতপূর্তি) এসে পৌঁছে তখন হয়তো উত্তম রূপে রেখে দেবে; অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে **এবং তাদেরকে ক্ষতি সাধনের জন্য আটক করে রাখবে না, যাতে সীমালংঘনকারী হয়ে যাও। আর যে এরূপ করে সে নিজেরেই ক্ষতি করে; এবং আল্লাহর আয়াতগুলোর ঠাট্টা-তামাশার বস্তু বানিয়ে নিও না;** এবং স্মরণ করো **আল্লাহ**র অনুগ্রহকে, যা তোমাদের উপর রয়েছে আর সেটাকে, যা তোমাদের উপর অবতীর্ণ করেছেন কিতাব ও হিকমত তোমাদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য এবং **আল্লাহ**কে ভয় করতে থাকো ও জেনে রেখো যে, **আল্লাহ** সবকিছু জানেন। **(পারা ২, বাকারা, ২৩১)**

اَللّٰہُ اَکْبَرُ মূলত এই আয়াতে বর্ণনাকৃত স্ত্রীর অধিকারের প্রতি ছাড় ও জোর এবং কঠোরতার উপর যদি ঘন্টার পর ঘন্টাও লিখা হয় তবুও কম, **আল্লাহ পাক** কিরূপ জোর দিয়ে এখানে মহিলাদের সাথে সদাচরণ করার আদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন, অতএব ইরশাদ করলেন, যখন মহিলাদের তালাক দিয়ে দিবে এবং তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে রেখে নাও বা সুন্দরভাবে ছেড়ে দাও। এটা কোনভাবেই হালাল নয়, স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া এবং ক্ষতি করার শয়তানী নিয়্যতে ফিরিয়ে নিলে আর ঐ বিষাক্ত মানসিকতার সহিত তাদেরকে নিজের নিকট রাখলে, "এবার আমি তাকে জানাবো যে, আমি কি জিনিস আর এবার আমি তাকে নাকে খত লাগিয়ে ছাড়বো।" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: এভাবে কঠোরতা করবে না, কেননা স্ত্রীর প্রতি কঠোরতা করা মূলত নিজের উপর অত্যাচার করাই, **আল্লাহ পাকে**র বিধানের বিরোধীতা করে স্বামী নিজেকে জাহান্নামের অধিকারী বানিয়ে নিজের উপর অত্যাচার করছে।

অতঃপর ইরশাদ করলেন, "আর আল্লাহর আয়াতগুলোর ঠাট্টা-তামাশার বস্তু বানিয়ে নিও না;" অথাৎ মহিলাদের সাথে অসদাচরণ, কষ্ট দেয়া ও অত্যাচার করা এবং তাদের ক্ষতি সাধন করা আল্লাহ পাকের আয়াতকে ঠাট্টা করাই, কেননা **আল্লাহ পাক** তো এই স্ত্রীদের তোমাদের জন্য হালাল করেছেন আর তাদের অধিকার পূরণ করার আদেশ দিয়েছেন, তাদের সাথে মমতা ও ভালবাসা সূলভ আচরণ করার প্রতি জোর দিয়েছেন, তাদের সাথে সদাচরণ এবং ক্ষমা ও মার্জনা সূলভ আচরণ করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন কিন্তু তোমরা এই বৈবাহিক সম্পর্ক, স্ত্রী ও এ সম্পর্কিত বিধি বিধানকে ভুলে নিজের আমিত্ব, জেদ, একগুঁয়েমী, মন্দ স্বভাবের কারণে স্ত্রীদের প্রতি অত্যাচারের পথ গ্রহণ করো তবে তা **আল্লাহ**র সীমাকে পদদলিত করা ও **আল্লাহ**র আয়াতকে ঠাট্টা করার সমান।

অতঃপর ইরশাদ করেন; স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহকে, যা তোমাদের উপর রয়েছে, তোমরা বিবাহের সময় ইজাব কবুলের একটি বাক্য বলো আর **আল্লাহ পাক** তোমাদের জন্য এই মহিলাদের হালাল করে দেন, বিবাহে কি হয়? কোন পাহাড়টি ভাঙ্গতে হয়? শুধু কয়েকটি বাক্য, যার কারণে **আল্লাহ পাক** তোমাদের জন্য ঐ

জিনিসকে হালাল করে দেন। এটা **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহ নয়তো কি?

অতঃপর ইরশাদ করেন; **আল্লাহর ঐ অনুগ্রহকেও স্মরন করো, আল্লাহ পাক তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমত অবর্তীণ করেছেন** যাতে তোমাদের জন্য সমৃদ্ধ জীবন অতিবাহিত করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন, অতঃপর ইরশাদ করেন; এই সকল উপদেশকে নগন্য মনে করো না, কেননা **তিনি** সমগ্র জগতের **সৃষ্টিকর্তা** ও **পালনকর্তা** আর **আহকামুল হাকিমিনের** পক্ষ থেকে উপদেশ হলো, যা তিনি বান্দার উপর অনুগ্রহ করে তাদের উপর করে থাকেন। **আরো ইরশাদ করেন; আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে নাও যে, আল্লাহ পাক সবকিছুই জানেন।** অতএব কখনোই এমন নয়, তোমরা মহিলাদের উপর অত্যাচার করবে, তাদের কষ্ট দিবে, পেরেশান করবে অতঃপর এটা মনে করবে, আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করার নেই এবং আমি ফ্রিতে ফেরাউন সেজে থাকবো, আমি যা চাইবো করবো, আমি যেভাবে ইচ্ছা স্ত্রীর উপর অত্যাচার করবো, তাকে কষ্ট দিবো, স্ত্রীর পিতামাতাকে চৌরাস্তায় অপমান করবো এবং দুঃখ দিবো, নয় নয়! ইরশাদ করেন: **আল্লাহ** সবকিছুই জানেন এবং তিনি তোমার নিকট তোমার এক একটি আমল, এক একটি আচরণের হিসাব নিবেন।

এবার দ্বীন ইসলামের শিক্ষায় তালাকের পরবর্তী স্তর অবলোকন করুন যে, যদি অবশেষে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চুড়ান্ত বিচ্ছেদ হয়েই যায় তখন সাধারণত এটাই দেখা যায় যে, স্বামী হীনতা ও অভদ্র আচরণ করার চেষ্টা করে থাকে, যার অনেক ধরন হয়ে থাকে কিন্তু দ্বীন ইসলাম এখানেও মহিলাদের সমর্থন করেছে এবং বলেছে, তালাকের পরও স্বামীর স্ত্রীর কিছু অধিকার অবশিষ্ট থাকে আর তা হলো, স্বামীর উপর আদেশ, স্ত্রীর সাথে হীনতা ও অভদ্রতা করবে না, বরং সম্মান সূলভ আচরণ করবে, যার একটি ওয়াজিব ধরন হলো, স্বামী বৈবাহিক অবস্থায় স্ত্রীকে যে উপহার সামগ্রী দিয়েছে তা যেনো তার কাছ থেকে ফিরিয়ে না নেয়, এটা হারাম, অতএব ইরশাদ করেন; **"আর তোমাদের জন্য জায়িয নয়, তোমরা যা কিছু মহিলাকে দিয়েছো, তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া"** অর্থাৎ এমন যেনো না হয়, তালাকের পর স্বামী হিসাব নিকাশ করতে বসে যায় যে, বিবাহে আমার এত খরচ হয়েছিলো, অমুক সময় আমি এত টাকা খরচ করেছিলাম, অমুক সময় স্ত্রীকে এই উপহার দিয়েছিলাম, অতএব এবার সব টাকা স্ত্রী বা তার পরিবার আমাকে পরিশোধ করবে। স্বামীকে হুকুম দেয়া হলো যে, এরূপ আচরণ না করা আর এটা তার জন্য কখনোই জায়িয নয়, বরং স্বামী যা কিছু স্ত্রীকে দিয়েছে, এখন তা স্ত্রীরই, স্বামীর তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নেয়া জায়িয নেই।

দ্বীন ইসলামের এই বিধানটি একটু গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং ভাবুন, যখন তালাকের মতো বিচ্ছেদের স্তরে দ্বীন ইসলাম প্রতিটি পদক্ষেপে এতো সুন্দরভাবে মহিলাদের অধিকার রক্ষা করছে, তাই সাধারণ জীবনে মহিলাদের সাথে সদাচরণের কতো সুন্দর শিক্ষা ও জোর থাকবে।

সফর নামা

বাংলাদেশের সফর (২য় পর্ব)

মাওলানা আব্দুল হাবীব আত্তারী

বাংলাদেশীদের আকুল আবেদনঃ মাগরীবের নামাযের পর ঢাকা ও এর আশেপাশের যিম্মাদার ইসলামী ভাইদের সাথে মাশওয়ারা হলো, যাতে প্রশ্নোত্তরের পর্ব ছিলো। বাংলাদেশে যতগুলো প্রশিক্ষণ ইজতিমা বা মাদানী মাশওয়ারায় অংশ গ্রহণ হয়েছে, সবগুলোতেই ইসলামী ভাইদের পক্ষ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে একটি প্রবল আবেদন করা হতো, "মুর্শিদের দীদার চাই" অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাতের বাংলাদেশে আগমন চাই। ইসলামী ভাইদের এই আবেদন আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকটও পৌঁছে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ পাক কল্যাণ ও নিরাপত্তার সাথে আমাদের সেই দিনও দেখা নসীব করুক।

উৎকর্ষতা এটাই যে, বাংলাদেশে হাজারো আশিকানে রাসূল এমন রয়েছে, যারা তাদের জীবনে কখনো আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে সাক্ষাত বা সামনাসামনি (Face to Face) যিয়ারত করেনি কিন্তু তারা তাঁকে অনেক ভালবাসে। এই পরিস্থিতিতে হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, এই হাদীস শরীফটি স্মরনে আসছে, যাতে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন হযরত জিব্রাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام কে ডেকে তাঁকে ইরশাদ করেন যে, আমি অমুককে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো, অতএব হযরত জিব্রাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام তাকে ভালোবাসেন, অতঃপর হযরত জিব্রাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام আসমানে ঘোষণা করেন, **আল্লাহ পাক** অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো, তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসে, অতঃপর তার জন্য পৃথিবীতে মকবুলিয়্যত (গ্রহণযোগ্যতা) রেখে দেয়া হয়। (মুসলিম, ১০৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৭০৫)

সম্মানিত ব্যক্তিদের ইজতিমাঃ ইশার নামাযের পর ঢাকার এলাকা আজিমপুরে বিশেষকরে মেমন কমিউনিটি ও সম্মানিত ব্যক্তিদের মাঝে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হলো। মনে রাখবেন, ঢাকায় মেমন কমিউনিটির বড় একটি অংশ বসবাস করে। যেহেতু আমার সম্পর্কও মেমন কমিউনিটির সাথে তাই বয়ানে মেমন ভাষায়ও মাদানী ফুল প্রদান করার সুযোগ হয়েছে। এই ইজতিমায় কিছু কুরআনী ঘটনা বর্ণনা করারও সৌভাগ্য হয়েছে এবং বিশেষভাবে কারুনের ঘটনা বয়ান করেছি। ইজতিমার পর আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাত হলো ও কিতাব উপহারও প্রদান করা

হয়েছে, খাওয়ার সময়ও ইসলামী ভাইয়েরা ভালো ভালো নিয়্যত প্রকাশ করেন।

রিক্সায় ভ্রমনঃ বাংলাদেশের সফরে ঢাকায় রিক্সায় আরোহন করারও সুযোগ হয়েছে। ঢাকায় প্রায় ৩ লাখ রিক্সা রয়েছে। ঢাকা অনেক বড় একটি শহর কিন্তু আমি সেখানে ভিক্ষুক (Beggars) অনেক কম দেখেছি, যেনো মনে হয় এখানকার লোক পরিশ্রম করে উপার্জন করাকে পছন্দ করে।

ঢাকা থেকে কুমিল্লাঃ ঢাকায় মেমন কমিউনিটির ইজতিমার পর আমরা রাতেই ২ থেকে আড়াই ঘন্টার সফর করে প্রায় রাত ৩টায় কুমিল্লা পৌঁছলাম, যেখানে ইসলামী ভাইয়েরা আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলো। ফজরের নামাযের পর আমরা আরাম করলাম।

১৬ মার্চ ২০২২ইং বুধবার যোহরের নামাযের পর ওলামায়ে কিরাম, মসজিদের ইমাম সাহেব ও কিছু ব্যবসায়ীর সাথে সাক্ষাত হলো, এরপর কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠিত দারুল মদীনাসহ কয়েকটি জায়গার ভিজিট করলাম।

সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূলঃ কুমিল্লায় একটি আশ্চর্য জনক ঘটনা ঘটলো, ইসলামী ভাইয়েরা আমাকে একটি গ্রামে নিয়ে গেলো, যেখানে জঙ্গলের মতো পরিবেশ ছিলো। এখানে এক আশিকানে রাসূল **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে মসজিদ, মাদরাসাতুল মদীনা এবং অন্যান্য বিভাগের জন্য নিজের জায়গা দিয়েছিলো, যেখানে আমি ভিত্তি স্থাপন করেছি। জায়গা প্রদানকারী ইসলামী ভাই মারা গিয়েছিলো, তার ছেলে বললো, এই জায়গার পেছনেই আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে আমার পিতার কবর রয়েছে, আপনি সেখানে গিয়ে ফাতিহা পাঠ করে দিন। আমি সেই আশিকে রাসূলের কবরে উপস্থিত হলাম, তখন তার প্রতি আমার ঈর্ষা হলো, ইন্তিকালের পূর্বে সে আমাদেরকে এমন একটি জায়গা দিয়ে গেলো, যেখানে মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হবে এবং তার জন্য সাওয়াবে জারিয়ার উপলক্ষ্য হবে।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ মুমিনের তার আমল ও নেকী দ্বারা মৃত্যুর পরও এই বিষয় পৌঁছে থাকেঃ (১) ইলম, যা দ্বারা সে শিক্ষা দিয়েছিলো ও প্রচার করেছিলো (২) নেককার সন্তান, যাকে রেখে মারা গেছে (৩) কুরআনে মজীদ, যা মিরাস হিসেবে রেখে গেছে (৪) মসজিদ বানিয়েছে (৫) মুসাফিরদের জন্য মুসাফিরখানা বানিয়েছে (৬) নদী প্রবাহিত করেছে (৭) নিজের স্বাস্থ্য ও জীবনে নিজের সম্পদ থেকে সদকা বের করে দিয়েছে, যা তার মৃত্যুর পর সে পাবে। **(ইবনে মাজাহ, ১/১৫৭, হাদীস ২৪২)**

এরপর আমরা কুমিল্লায় অবস্থিত মাকতাবাতুল মদীনা ও দারুল মদীনার ভিজিট করতে গেলাম এবং মন খুব খুশি হয়ে গেলো যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই বিভাগ এমন একটি এলাকায়ও বিদ্যমান, যার নামও হয়তো মাসিক ফয়যানে মদীনার অনেক পাঠক শুনেনি।

আজ রাতে কুমিল্লার একটি স্থানীয় কমিউনিটি হলে ব্যবসায়ীদের ইজিতিমা হলো, যাতে বয়ানের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এরপর কুমিল্লার যিম্মাদারদের সাথে মাদানী মাশওয়ারা হলো, যা গভীর রাত পর্যন্ত চলেছিলো। মাদানী

মাশওয়ারার পর রাতেই আমরা সফর শুরু করলাম এবং প্রায় রাত ৩টার পর "চট্টগ্রাম" পৌঁছলাম।

হাটহাজারীর ব্যস্ততা: ১৭ মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার দুপুরের সময় আমরা চট্টগ্রামের নিকটস্ত শহর "হাটহাজারী" পৌঁছলাম, যেখানে একটি জামেয়াতুল মদীনায় ওলামায়ে কিরাম তাশরিফ এসেছিলেন। সেখানে পৌঁছে ফয়যানে মদীনা মসজিদ ও জামেয়াতুল মদীনার আলিশান বিল্ডিং দেখে মন খুশি হয়ে গেলো, আমাকে বলা হলো যে, বিদেশের কয়েকজন আশিকানে রাসূল মিলে সাওয়াবে জারিয়ার এই কাজটি করেছে, **আল্লাহ পাক** ঐ সকল ইসলামী ভাইদের দুনিয়া ও আখিরাতে এর উত্তম প্রতিদান দান করুক। হাটহাজারীতেও ওলামায়ে কিরামের সাথে খুব সুন্দর বৈঠক হয়। এখানে জানতে পারলাম যে, এখানকার ওলামায়ে আহলে সুন্নাত যখনই কোন মাহফিলে একত্রিত হন তখন খতমে বুখারী শরীফ অনুষ্ঠান করে থাকেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের এই বৈঠকেও এই মুবারক কাজটি হয়েছিলো এবং ওলামায়ে কিরাম আমাকে অনেক ভালোবাসা দ্বারা ধন্য করেন।

এই অনুষ্ঠানের পর জামেয়াতুল মদীনার উস্তাদদের সাথে আলাদাভাবে মাদানী মাশওয়ারা হলো আর শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদের সাথেও বৈঠক হলো।

ব্যবসায়ী ইজতিমা: হাটহাজারী থেকে শেষ হওয়ার পর আমরা চট্টগ্রাম শহরে ফিরে আসি, যেখানে আজ রাতে মেমন কমিউনিটির মাঝে একটি সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হলো যা আমার মনে হয় সফরের সবচেয়ে বেশি স্মৃতিময় ইজতিমা ছিলো। এই ইজতিমায় কুরআনে করীম থেকে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘটনা ও শবে বরাত সম্পর্কে মাদানী ফুল বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো আর আমি বয়ানের অধিকাংশ সময় মেমন ভাষাতেই বয়ান করেছি। চট্টগ্রামে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য একটি আলিশান মাদানী মারকাযেরও প্রয়োজন, আজকের ইজতিমায় আমি ব্যবসায়ীদেরকে এর উৎসাহও দিয়েছি।

ইজতিমার পর আমরা রাত প্রায় ১২টায় মাদারবাড়ি মসজিদে চট্টগ্রামের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারদের মাদানী মাশওয়ারায় উপস্থিত হয়েছি, যেখানে ইসলামী ভাইদের সংখ্যা দেখে মনে হয়েছিলো যেনো কোন ইজতিমা হচ্ছে। মাদানী মাশওয়ারার পর আমি আমার থাকার স্থানে পৌঁছি, রাতে কিছুক্ষণ আরাম করার পর আমি সেহেরীর জন্য উঠলাম, কেননা আজ ১৪ শা'বানুল মুয়াযযম জুমা মুবারক। আজ ভারতের আরেক জন ইসলামী ভাইও আমার সাথে কাফেলায় যুক্ত হয়ে গেলো। ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পরও আরাম করার সুযোগ হলো।

জুমার দিনের ব্যস্ততা: আজ আমরা জুমাতুল মুবারকের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিকটস্ত মসজিদে উপস্থিত হলাম, তখন ইমাম সাহেব সম্মান করে আমাকে বয়ান করার সুযোগ দিলেন।

জুমার নামাযের পর একটি ব্যবসায়ী ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করলাম, যাতে শবে বরাতের ফযীলত, এর নফল ইবাদত ও অযীফা সম্পর্কে বয়ান করার সুযোগ হলো।

আসরের পর আমরা এক ইসলামী ভাইয়ের ঘরে ইফতারে উপস্থিত হলাম, যেখানে দোয়ায়ে ইফতারের আয়োজন হলো। ইফতারের পর মাগরীব ও শবে বরাতের ৬ রাকাত নফল নামায, সূরা ইয়াসিন, অর্ধ শা'বানের দোয়ায় অংশ গ্রহণ করলাম। অবশেষে ঘরের কর্তা ইসলামী ভাইয়ের সাথে চট্টগ্রামে মাদানী মারকায বানানোর ব্যাপারে বিস্তারিত কথা হলো।

এখান থেকে আমরা সবাই মিলে মাদানী মারকাযের জন্য একটি খুবই সুন্দর ও মূল্যবান জায়গা দেখতে গেলাম, যেখানে অনেক ইসলামী ভাই নিজের ভালো ভালো নিয়্যত প্রকাশ করলো। এরপর আমরা কয়েকজন এমন ব্যবসায়ীর ঘরে সাক্ষাতের জন্য গেলাম, যারা নিজেদের ঘরে নেয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলো, সেই ইসলামী ভাইদের সাথেও মাদানী মারকাযের ব্যাপারে কথা হলো এবং নিজেদের সহযোগীতার নিয়্যত করলো।

বাংলাদেশে শবে বরাতের আয়োজন: এরপর আমরা কবরস্থানে হাজিরী দিলাম। এখানে এটাও জানিয়ে রাখি, শুধু চট্টগ্রামে নয় বরং পুরো বাংলাদেশে খুবই ধুমধামের সাথে শবে বরাত পালন করা হয়। আজ রাতে কবরস্থানেও আশিকানে রাসূল ব্যাপকহারে উপস্থিত ছিলো। কবরস্থানে কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতির ব্যাপারে সুন্নাতে ভরা বয়ানের সুযোগ হলো।

শবে বরাতের স্মৃতিময় ইজতিমা: চট্টগ্রামের নিকটস্থ এলাকা রাঙ্গুনিয়ার একটি মাঠে শবে বরাত উপলক্ষে ইজতিমার আয়োজন করা হলো, যাতে অসংখ্য ইসলামী ভাই উপস্থিত ছিলো, এভাবে বলা যায়, দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত শুধু মাথায় আর মাথা দেখা যাচ্ছিলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিনে ইজতিমার স্মরণ সতেজ হচ্ছিলো। এই ইজতিমার বৈশিষ্ট্য এটাই ছিলো যে, এতে জামেয়াতুল মদীনা বাংলাদেশ থেকে দরসে নেজামী সম্পন্নকারী ৫৮জন ইসলামী ভাইয়ের দস্তারে ফযীলতেরও আয়োজন ছিলো। এই ইজতিমায় "মৃত্যু" বিষয়ে বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জিত হয় এবং আমরা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে মাদানী মুযাকারায়ও অংশ গ্রহণ করি, এই সময় আমীরে আহলে সুন্নাত বাংলাদেশের ইজতিমায় অনেক সংখ্যক ইসলামী ভাইদের উপস্থিতি দেখে খুশি প্রকাশ করেন ও দোয়া দ্বারা ধন্য করেন।

আমি পৃথিবীর অনেক দেশে শবে বরাতের ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করেছি, কিন্তু রাঙ্গুনিয়ায় হওয়া এই ইজতিমা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাঙ্গুনিয়া চট্টগ্রামের এমন একটি এলাকা, যেমন করাচী ওয়ালাদের জন্য সেহেরায়ে মদীনা টোল প্লাজা থেকেও দূরের কোন এলাকা, যখন আমরা সেখানে যাচ্ছিলাম তখন আমি ভাবছিলাম, এই জায়গায় জনসাধারণ কিভাবে পৌঁছাবে, কিন্তু যখন রাত প্রায় ২টায় ইজতিমার মাঠে পৌঁছি আমি স্টেজে গেলাম তখন দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত শুধু মাথায় দেখা যাচ্ছিলো।

ইজতিমার পর আমরা ফিরে আসার জন্য যাত্রা করলাম এবং পথে সেহেরী করলাম।

আল্লাহ পাক আমার এই সফরকে কবুল করুক এবং বাংলাদেশে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজকে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অযীফা

কাঁশির চিকিৎসা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৬৬ বার প্রতিদিন পাঠ করে রোগীর উপর ফুঁক দিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه উপকার হবে। (সময়সীমা: আরোগ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত) (অসুহু আবিদ, ৩৬ পৃষ্ঠা)

সম্পদে কল্যাণ ও বরকত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফটি পাঠ করবে তার ধন ও সম্পদ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৭/২৩৩)

বিষাক্ত প্রাণী থেকে সুরক্ষিত থাকার দোয়া

ফজরের নামায ও মাগরীবের নামাযের পর প্রতিদিন ৩বার এই দোয়া আগে ও পরে তিনবার করে দরূদ শরীফ সহকারে পাঠ করে নিন:

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

এরপর পারা ২৩ সূরা সাফফাতের ৭৯ নং আয়াতও পাঠ করে নিন। এই দোয়া সফরে ও অবস্থানে সর্বদা সকাল সন্ধ্যা পাঠ করে নিন, বিষাক্ত জিনিস থেকে সুরক্ষিত থাকবেন, এটি অতিশয় পরীক্ষিত আমল।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৩৫। মাদানী পাঞ্জেসূরা, ২২০ পৃষ্ঠা)

স্মরণ শক্তির জন্য

দ্বীনি কিতাব বা ইসলামী সবক পাঠ করার পূর্বে নিম্নে প্রদত্ত দোয়া (আগে ও পরে দরূদে পাক সহকারে) পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه যা কিছু পাঠ করবেন মনে থাকবে:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

(আল মুস্তাতরাফ, ১/৪০)

এসো বাচ্চারা হাদীসে রাসূল শুনি

বিষয়: সর্বশেষ নবী ও শেষ উম্মত/ আকীদায়ে খতমে নবুয়ত/ প্রিয় নবীর পর আর নবী হবে না কেউ/ খতমে নবুয়াত একেই বলে

মুহাম্মদ জাবেদ আত্তারী মাদানী

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ অর্থাৎ আমি হলাম সর্বশেষ নবী আর তোমরা সর্বশেষ উম্মত। (ইবনে মাজাহ, ৪/৪০৪, হাদীস ৪০৭৭)

আল্লাহ পাক সৃষ্টির হেদায়ত ও নির্দেশনার জন্য যেসকল পবিত্রাত্মা বান্দাকে নিজের বিধানাবলী পৌঁছানোর জন্য প্রেরণ করেছেন তাঁদেরকে "নবী" বলা হয়। (কিতাবুল আকায়িদ, ১৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় বাচ্চারা! আম্বিয়ায়ে কিরামের এই ধারাবাহিকতা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে শুরু হয়েছে। অর্থাৎ সর্বপ্রথম নবী যে দুনিয়ায় আগমন করেন তিনি হলেন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام। তাঁর পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কিরামকে পাঠানো হয়েছে, যাঁরা তাদেরকে **আল্লাহ পাকের** একত্ববাদ এবং শুধু তাঁর ইবাদত করার দাওয়াত দিতে থাকেন, অতঃপর সর্বশেষ **আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলে সর্বশেষ নবী আর আরবীতে **"খাতিমুন নবীয়্যিন"** শেষ নবীকে বলা হয়। কুরআনে পাকেও আল্লাহ পাক তাঁকে **"খাতিমুন নবীয়্যিন"** ইরশাদ করেছেন।

উপরে উল্লেখিত হাদীস ছাড়াও আরো অনেক হাদীসেও এই বিষয়টিই এসেছে, তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনে এজামেরও এটাই দৃষ্টিভঙ্গি ও আকীদা, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগেই কিছু মিথ্যুক লোক নিজের নবুয়ত অর্থাৎ নবী হওয়ার দাবী করেছিলো। (মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪৮১)

নবুয়তের মিথ্যা দাবীকারীর মধ্যে একজন হলো মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, তার অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী বলা হয়, আর তারা নিজেদেরকে আহমদীও বলে থাকে।

প্রিয় বাচ্চারা! সর্বদার জন্য মনে গেঁথে নিন ও নিজের অন্তরে বসিয়ে নিন, আমাদের **প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর না কোন নবী এসেছে আর না আসবে এবং না আসতে পারে, কিয়ামতের সন্নিকটে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام আসবে কিন্তু তিনি নতুন নবী হয়ে আসবেন না বরং তাঁকে তো **আল্লাহ পাক** আসমানে জীবিত উঠিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি তাঁর অবশিষ্ট জীবন পূর্ণ করবেন এবং **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনেরই দাওয়াত দিবেন।

নেহী অউর না হোগা বা'দ আক্বা কে নবী কোয়ি
ওহ হে শাহে রুসুল, খতমে নবুয়াত ইস কো কেহতে হে
(কাবালায়ে বখশিশ, ২০৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে **তাঁর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

স্বপ্নের জগত

পাঠকদের পক্ষ থেকে সংগৃহীত কয়েকটি নির্বাচিত স্বপ্নের ব্যাখ্যা

মাওলানা আসাদ আত্তারী মাদানী

স্বপ্ন: আমি স্বপ্নে নিজেকে কুরআনে পাক পাঠ করতে দেখলাম, তাছাড়া সূরা ফাতিহাও লিখা দেখলাম, দয়া করে এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করে দিন।

ব্যাখ্যা: কুরআনে মজীদ ফুরকানে হামীদ এর সমষ্টিগত ব্যাখ্যা তো বরকত, নেয়ামত, নেকীর সামর্থ্য আরো অনেক সুসংবাদের দিকে যায়। তবে বিভিন্ন সূরা ও বিশেষ কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা ভিন্ন হয়ে থাকে। সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করার ব্যাখ্যা (স্বপ্নে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা ছিলো না বরং লিখা অবস্থা দেখেছিলো? উভয়ের ব্যাখ্যা কি একই?) রোগীর জন্য শিফা ও অভাবীর জন্য অভাব পূরণ হওয়ার মাধ্যম হয়ে থাকে।

স্বপ্ন: স্বপ্নে **আল্লাহ**র আউলিয়ার رَحِمَهُمُ الله মাযার দেখার ব্যাখ্যা কি? বিঃদ্রঃ- এটা জানা নেই যে, কোন বুযুর্গের মাযার ছিলো।

ব্যাখ্যা: আউলিয়াদের মাযার দেখা বরকতের উপলক্ষ্য হয়ে থাকে আর সাহিবে মাযারের বিশেষ দয়ার দৃষ্টির দলীল। তবে আউলিয়ায়ে কিরামের বিশেষ গুণাবলী, যা তাঁর সত্তায় প্রাধান্য বিস্তার করে, সেই গুণাবলীর বরকত অর্জন করারও ব্যাখ্যা হয়ে থাকে।

স্বপ্ন: আমি স্বপ্নে নিজের ঘরের ভেতর মহিষের বাচ্চা ও অনেক ছাগল দেখলাম, এর ব্যাখ্যা কি হবে?

ব্যাখ্যা: এটা ভাল স্বপ্ন, নেয়ামত ও বরকতের নিদর্শন, বিশেষকরে যদি রিযিকে অভাব ছিলো তবে **আল্লাহ পাক** দূর করে দিবেন ও রিযিকে প্রশস্ততা দান করবেন। তাছাড়া ঘর থেকে বরকত শূন্যতা দূর হওয়ারও নিদর্শন।

স্বপ্নঃ দাদার ইন্তিকালের প্রায় ৩ মাস পর আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার ঘরে একটি কালো পর্দা, যার পেছন থেকে আওয়াজ আসছে, আমরা সবাই তাকে **আল্লাহ** বলে ডাকছি ও এরূপ আরয করছি, দাদাকে ফিরিয়ে দিন! পর্দার পেছন থেকে আওয়াজ আসছেঃ আমি বান্দাকে দুনিয়ায় একবার পাঠাই, ব্যস এখন ধৈর্যধারন করো! তখন ঘরের সবাই চুপ হয়ে যায় এবং সেই জায়গা থেকে উঠে যায় কিন্তু আমি সেখানে বসে এই দোয়া করছি, আমিও পূর্বের ন্যায় উত্তর পাচ্ছিলাম কিন্তু আমি লাগাতার এই দোয়াই করছিলাম, হে **আল্লাহ পাক**! দাদাকে ফিরিয়ে দাও, এরপর পর্দার পেছন থেকে আওয়াজ আসলো, যাও! তাকে কবরস্থান থেকে নিয়ে এসো, তখন আমার বড় ভাই ও ছোট চাচা তাকে কবরস্থান থেকে নিয়ে আসে, যখন দাদাকে নিয়ে আসে তখন তিনি অনেক ক্লান্ত ছিলেন। দয়া করে এটা বলে দিন, এর ব্যাখ্যা কি হবে ও পর্দার পেছনের আওয়াজটি কি?

ব্যাখ্যাঃ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া লোকের ব্যাপারে এর সাথে সামঞ্জশ্যপূর্ণ অনেকেই দেখে থাকে, যেহেতু নিকটাত্মীয়ের সাথে একটি গভীর সম্পর্ক থাকে তাই ইন্তিকালের পর কিছুদিন পর্যন্ত মৃতদেরকে এভাবে দেখা একটি স্বাভাবিক বিষয়। আপনি আপনার দাদাজানের জন্য অধিকহারে ইসালে সাওয়াব করুন। বিশেষকরে এটা ভেবে নিন, ইন্তিকালকারীর উপর কারো হক নেই তো, যদি এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে তবে হক আদায় বা ক্ষমার ব্যবস্থা করুন।

সফরুল মুযাফফর ১৪৪৪ হিজরীর জন্য

মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

কিজিয়ে রযা কো হাশর মে খান্দাঁ মিসলে গুল

প্রশ্ন: আলা হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই শেরের ব্যাখ্যা করে দিন:

উন দো কা সদকা জিন কো কাহা মেরে ফুল হে
কিজিয়ে রযা কো হাশর মে খান্দাঁ মিসলে গুল
(হাদায়িকে বখশিশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

উত্তর: "উন দো" দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান ও হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আলা হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই দু'জন শাহাজাদার সদকা উপস্থাপন করেছে, যাকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন "দু'টি ফুল" বলেছেন। (বুখারী, ২/৫৪৭, হাদীস ৩৭৫৩) খান্দাঁ এর অর্থ হলো হাসতে থাকা, অর্থাৎ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের এই দু'টি ফুলের সদকায় রযার উপর এমন দয়া করুন, রযাও কিয়ামতের দিন যেনো ফুলের ন্যায় হাসতে থাকে। (মাদানী মুযাকারা, ১১ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১ হিঃ)

সফর মাসে ঘর Shift করা কেমন?

প্রশ্ন: সফর মাসে কি কোন জায়গায় কাজ করানো বা ঘর পরিবর্তন (Shift) করা জায়িয?

উত্তর: জাহেলিয়্যতের যুগ থেকে চলে আসছে, জনসাধারণের মাঝে সফরুল মুযাফফর মাসকে অপয়া মনে করা হয়, অথচ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "وَلَا صَفَرَ অর্থাৎ আর সফরে কোন কিছুই নেই।" (বুখারী, ৪/৩৬, হাদীস ৫৭৫৭) এই কারণে এরূপ বলা, "সফরে এটা করা উচিৎ নয় বা ওটা করা উচিৎ নয়" ঠিক নয়। সফর মাসে ঘর পরিবর্তনও করতে পারবে, সফরও করতে পারবে, নির্মাণ ও বিবাহও করতে পারবে। (মাদানী মুযাকারা, ২৯ রবিউল আখির, ১৪৪১ হিঃ)

বারবার গাড়ি বা ঘরের বাল্ব নষ্ট হওয়া কি জাদুর প্রভাব?

প্রশ্ন: বারবার কোন গাড়ি বা ঘরের বাল্ব নষ্ট হয়ে যায়, তবে এটা জাদুর প্রভাব?

উত্তর: এগুলো হতেই থাকে, জরুরী নয়, এসব জাদুর কারণেই হবে, এমনিতেই হতে পারে। এমন লোক যে এরূপ বলে, বারবার গাড়ি বা বাল্ব নষ্ট হয়ে যায়, তাকে জিজ্ঞাসা করুন, কতবার এরূপ হয়েছে? তখন বলবে, আজ দ্বিতীয়বার হয়েছে। আজকাল কথাবার্তায় অতিরঞ্জিত করা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কখনো বলবে, "সবাই বলে" তাকে জিজ্ঞাসা করো, কত লোক বলে?

তখন অনেকসময় দু'এক জনের নামই সামনে আসে। এটাও বলে, "মানুষের মাঝে চর্চা হচ্ছে" জিজ্ঞাসা করো, আপনি কতজন থেকে শুনেছেন? তখন বলবে, এক বা দু'জন থেকে শুনেছি। এভাবেই অতিরঞ্জিতও অনেক করা হয়। (মাদানী মুযাকারা, ৪ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১ হিঃ)

চেহলামের পূর্বে ঘর রঙ করানো কেমন?

প্রশ্নঃ অনেকে, কারো ইন্তিকালে চেহলামের পূর্বে ঘরে রঙ করিয়ে থাকে, এরূপ করা কেমন?

অনেক সময় এমন বিগড়ে যায় এবং নিজের স্বামীকে এমন এমন উত্তর দিয়ে বাধ্য করে দেয়। এরূপ নির্ভিক মহিলাদের উচিৎ, তাওবাও করা ও নিজের স্বামীর কৃতজ্ঞতাও আদায় করা যে, তারা এমন নেককার স্বামী পেয়েছে, যে পর্দা করতে বলে, অন্যথায় এরূপ অভিযোগও অনেক পাওয়া যায় যে, স্বামী বেপর্দা হওয়ার জন্য বলে থাকে। বেপর্দা হওয়া হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। স্বামীর উচিৎ, স্ত্রীকে বুঝানো ও বেপর্দা হওয়া থেকে বাঁধা দেয়া। নিশ্চয় বুঝানো ব্যক্তি অনুগ্রহকারী হয়ে থাকে, তাকে এভাবে বাঁধা দিন, উত্তর দেয়া উচিৎ নয়। (মাদানী মুযাকারা, ২ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১ হিঃ)

যদি স্ত্রী রাগ করে তবে...

প্রশ্নঃ যদি স্ত্রী কথায় কথায় রাগ করে তবে স্বামীর কি করা উচিৎ?

উত্তরঃ তালি উভয় হাতেই বেজে থাকে। যদি স্ত্রী আসলেই রাগী হয়ে থাকে তবে স্বামীর উচিৎ, ধৈর্যধারন করা। কিন্তু যদি স্বামী চিৎকার এটা বলে যে, "দেখো! আমি ধৈর্যধারন করেছি, এরপর আর বলো না" তবে একে ধৈর্য বলা হবে না বরং এটা তো রাগ প্রকাশ করা আর এতে বিষয়টি আরো খারাপ হতে পারে, এর জন্য অবস্থার প্রেক্ষিতে চুপ থাকুন এবং সেখান থেকে সরে যান। একা একা তো স্ত্রী আর রাগ করবে না এবং সম্ভবত এই ব্যাপারটি খারাপ হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

(মাদানী মুযাকারা, ৪ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১ হিঃ)

সাতশা অনুষ্ঠানের শরয়ী হুকুম

প্রশ্নঃ বিবাহের পর মহিলার সাতশা অনুষ্ঠান করা হয়, এটা কি ইসলামে জায়িয?

উত্তরঃ এই অনুষ্ঠানে ড্রাইফুড মহিলার কোলে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে একটি নিয়ম মনে গেঁথে নিন, যেই রীতি শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, ইসলাম তা নিষেধ করে না। এই রীতিও এমনই রীতিগুলোর অন্তর্ভূক্ত, অতএব এতে কোন সমস্যা নাই। এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন যে, কোন ধরনের বেহায়াপনা যেনো না হয়, মিউজিক বাজাবে না এবং তালিও বাজাবে না, অন্যথায় গুনাহগার হবে। তাছাড়া এই রীতি পালনে যেই জিনিসগুলো কোলে রাখা হবে তা যেনো হালাল হয়।

(মাদানী মুযাকারা, ৭ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১ হিঃ)

পেন্সিলের কর্তিত অংশ কি করা উচিৎ?

প্রশ্নঃ পেন্সিলের (Pencil) কর্তিত অংশ কি করা উচিৎ?

উত্তরঃ পেন্সিল হলো জ্ঞানার্জনের উপকরন, এর কর্তিত অংশেরও আদব করা উচিৎ এবং কোন উঁচু স্থানে আদব সহকারে রাখা উচিৎ। পেন্সিলের কর্তিত অংশ ময়লার বক্সে (অর্থা Dust bin) ফেলবেন না। (মাদানী মুযাকারা, ১৫ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১ হিঃ)

অক্ষর সাজান

প্রিয় বাচ্চারা! সফর, ইসলামী বছরের দ্বিতীয় মাস। এই মাসে আল্লাহ পাকের অনেক নেককার বান্দা ইন্তিকাল করেছেন, এই নেককার ও প্রিয় বান্দাদের মধ্যে একজন হলেন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, তাঁর পূর্ণ নাম হলো মুহাম্মদ আহমদ রযা, সবাই তাঁকে আলা হযরত বলে থাকে আর তিনি এই নামে পরিচিত। আলা হযরত অনেক বড় আলিম ও মুফতী ছিলেন। তিনি উর্দু ও আরবীতে প্রায় ১ হাজার কিতাব লিখেছেন। তিনি সফরের ২৫ তারিখ ইন্তিকাল করেন।

আপনাদের উপর থেকে নিচে, ডান থেকে বামে অক্ষর মিলিয়ে ৫টি **শব্দ** খুঁজতে হবে, যেমন; ছকে "সফর" শব্দটি খুঁজে দেখানো হয়েছে। এবার এই **শব্দ**গুলো আপনারা খুঁজে বের করুন: (১) আহমদ রযা (২) আলা হযরত (৩) আলিম (৪) মুফতী (৫) কিতাব।

ক	ল	আ	লি	ম	ত	ড	দ
ও	দ	লা	ফ	ল	ব	ভ	ধ
ঠ	ম	হ	আ	স	হু	জ	আ
ঢ	হা	য	হ	ফ	সা	চ	লী
চ	মু	র	ম	র	ই	ঠ	প
ফা	ফ	ত	দ	ড়	ন	য	অ
স	তী	শ	র	কি	তা	ব	ধ
ট	চ	ণ	যা	ত	ধ	গ	ড়

টাইম ম্যানেজমেন্ট

সময়সূচীর গুরুত্ব

(পঞ্চম ও শেষ পর্ব)

মাওলানা আসিফ ইকবাল আত্তারী মাদানী

আমরা এই জগতের দিকে যদি তাকাই তবে একটি মহৎ ব্যবস্থাপনা দেখে জ্ঞান বিস্ময়ের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকে, প্রতিটি জিনিসকে আমরা সময়ের সাথে জুড়ে থাকতে দেখি। চাঁদের গন্তব্য হোক বা সূর্যের উদয় ও অস্তমিত হওয়া, রাতের আসা যাওয়া হোক বা দিনের শুরু ও শেষ, সমস্ত কিছুই যেমনিভাবে এক **আল্লাহ**র অস্থিত্বের সংবাদ দিচ্ছে তেমনিভাবে সময়ের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে জাগ্রত করছে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: (لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِیْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِؕ وَكُلٌّ فِیْ فَلَكٍ یَّسْبَحُوْنَ۝) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রকে নাগালে পাওয়া এবং না রাতের পক্ষে সম্ভব দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকটা একেক বৃত্তের মধ্যে ঘুরছে। (পারা ২৩, ইয়াসীন, ৪০)

অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রের প্রত্যেকটি প্রকাশের জন্য একটা সময় নির্ধারিত আছে, সূর্যের জন্য দিন ও চাঁদের জন্য রাত। রাত ও দিন উভয়ই নির্ধারিত হিসাবের সাথে আসে আর যায়, এর মধ্য থেকে কোনটাই আপন সময়ের পূর্বে আসে না।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৭৯৯ পৃষ্ঠা, ২৩তম পারা, ইয়াসীন, ৪০ নং আয়াতের পাদটীকা)

আল্লাহ পাক দিন ও রাতের ব্যাপারে ইরশাদ করেন: (وَ مِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۝) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর **তিনি** নিজ করুণায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন যেন রাতে আরাম করো এবং দিনে **তাঁর** অনুগ্রহ তালাশ করো আর এজন্য, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (পারা ২০, সূরা কিসাস, ৭৩) বুঝা গেলো, রোজগারের জন্য দিন আর আরামের জন্য রাতকে নির্ধারণ করা উত্তম। রাতে বিনা কারণে জাগ্রত থাকবে না আর দিনে বেকার থাকবে না। যদি কোন অপারগতার কারণে দিনের বেলায় ঘুমায় আর রাতের বেলা রোজগার করে তবে ক্ষতি নেই। যেমন; রাতের বেলার চাকরীর কর্মচারী ইত্যাদি।

(নুরুল ইরফান, ১০৪৫ পৃষ্ঠা, ২০তম পারা, আল কিসাস, ৭৩নং আয়াতের পাদটীকা)

কুরআনে করীম ছাড়াও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিডিউল দ্বারাও সময় বন্টনের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়, যেমনটি গত পর্বে অতিবাহিত হয়েছে, অতঃপর আমরা দেখি, অধিকাংশ মৌলিক ইবাদতেরও সময় নির্ধারিত রয়েছে, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুরবানি ইত্যাদি সবকিছুতেই সময়সূচী পাওয়া যায়। এতে

আমাদের জন্য এই শিক্ষা রয়েছে, আমরাও যেনো আমাদের সময়কে বিন্যাস করি ও রুটিন বানিয়ে জীবন অতিবাহিত করি। বর্তমানে অনেক লোককে সময়ের সল্পতা ও ব্যস্ততার আধিক্যের অভিযোগ করতে দেখা যাচ্ছে, "বর্তমানে তো ব্যস্ততা এতো বেড়ে গেছে, যদি দিনরাত ২৪ ঘন্টাও কাজে সময় দিই তবুও কাজ সম্পন্ন হওয়ার নামও নিচ্ছে না।" কিন্তু এটাও একটি বাস্তবতা, অন্যদিকে এমন লোকও পাওয়া যাবে, যে ২৪ ঘন্টায় নিজের দৈনন্দিন সমস্ত ব্যবসায়িক, অফিসিয়াল, ঘরোয়া ও দ্বীনি ব্যস্ততাকে শুধু সম্পন্ন করছে না বরং তাদের জীবনে কোন বিশৃঙ্খলাও দেখা যায় না। আসলে এটি সময়ের বিন্যাসের উৎকর্ষতা ও বরকত।

সময়সূচীর নিয়মঃ

অনেক নিয়ম এমন যে, যদি আমরা তা গ্রহণ করে নিই তবে নিজের সময়কে সুশৃঙ্খল করতে সফল হয়ে যাবো আর মানসিক চাপ থেকে মুক্তি অর্জন করে নিবো, সময়সূচীর সেই নিয়মগুলো নিম্নে দেয়া হলোঃ

(১) নিজের কাজে গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করা, এর গুরুত্ব সম্পর্কে কোন বুদ্ধিমান অস্বীকার করতে পারবে না (২) সঠিক পরিকল্পনা (Planning) করা, কোন সময়ে কোন কাজটি করবে? অন্যথায় বিশৃঙ্খলার সহিত যেমন কাজ বিশুদ্ধ ভাবে হয়না তেমনি অনেক সময়ও নষ্ট হয়ে যায় (৩) একই সময়ে একটি কাজই করা, কেননা টাইম ম্যানেজমেন্টের একটি মৌলিক নিয়ম হলো যে, একই সময়ে একটি কাজের উপর মনোযোগ দিবে, তবেই তা উত্তম ও দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করা যাবে (৪) প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করা অর্থাৎ লক্ষ্য বানিয়ে কাজ করা, "আমাকে এতো মিনিট/ ঘন্টা/ দিন/ মাস বা বছরে এই কাজ শেষ করতে হবে।" কিন্তু এই সময়ে এতটুকু নমনীয়তা অবশ্যই হতে হবে, সেই কাজ যেনো এতেই সম্পন্ন হতে পারে।" সারমর্ম হলো, সময়সূচী নির্ধারণ করে কাজের প্রকৃতি ও অবস্থার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখা। (৫) অনেক সময় একই সময়ে দু'টি কাজ সহজেই করা যেতে পারে, অতএব এরূপ সময়কে হাত ছাড়া না করা উচিৎ, যেমন; ড্রাইভিং করা/ অফিসে যাওয়া/ ব্যায়াম করার সময় নিজের মোবাইলে তিলাওয়াত ও অনুবাদ শুনতে পারবে, অযীফা পাঠ করতে পারবে, যিকির ও দরূদ পাঠ করতে পারবে বা কোন বয়ান বা নাত শুনতে পারবে (৬) আগামীকালের গুরুত্বপূর্ণ কাজ আজই ভেবে নেয়া ও আগামীকাল তা অন্যান্য কাজের পূর্বেই সম্পন্ন করে নেয়া (৭) গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানের কাজগুলো সকালবেলা করে নেয়া, এই সময়ে সতেজতা বেশি হয়ে থাকে, হাদীসে পাকে রয়েছেঃ রিযিক ও চাহিদার অন্বেষণ দিনের শুরুতেই করো, কেননা সকালের সময়ে বরকত ও সফলতা রয়েছে। (জামে সগীর, ১৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩১২৩) তাছাড়া সকালের সময় বরকতময় হয়ে থাকে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য এভাবে দোয়া করেছেনঃ হে **আল্লাহ পাক**! আমার উম্মতের জন্য সকালের সময়ে বরকত দান করো। (তিরমিযী, ৩/৬, হাদীস ১২১৬) হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় এভাবে বলেনঃ অর্থাৎ (হে **আল্লাহ পাক**!) আমার উম্মতের ঐ সকল দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজে বরকত দাও, যা তারা সকাল সকাল করবে। যেমন; সফর, জ্ঞানার্জন, ব্যবসা ইত্যাদি। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৪৯১) (৮) অনেক বড় কাজ এক সাথে করা যায়না, অতএব এমন কাজকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিন (৯) বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার

সময় ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন ইত্যাদি বন্ধ করে দিন, যাতে অমনোযোগ না হয় (১০) এক দু'টি মেসেজ/ ই-মেইলে কাজ না হলে তবে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে ফোন নিন ও কথা বলে শেষ করুন (১১) কিছু লোক ইনবক্সেকে নিজের "টু ডু লিস্ট" বানিয়ে নেয় (অর্থাৎ যে কাজ করতে হবে তার তালিকা পৃথক ভাবে তৈরি করে না), এমনটি করবে না বরং ইনবক্স থেকে বাইরে বের হোন, নিজের টাস্ক/ করার কাজগুলো আলাদা রাখুন এবং ইনবক্সের লিস্টের প্রিন্ট বের করে নিন, এতে আপনার "ফোকাস" একটি বিষয়ের উপর থাকবে (১২) ই-মেইলে একশন আইটেম (যে কাজ করা হয় তার তালিকা) ও রেফারেন্স আইটেমের (প্রয়োজনের সময় কাজে আসার জিনিস) আলাদা আলাদা ফোল্ডার বানিয়ে নিন এবং এই পদ্ধতিটি নিজের ল্যাপটপ/ কম্পিউটার ডাটার জন্য গ্রহণ করুন, প্রতিটি জিনিসের ফোল্ডার আলাদা হবে এবং ডাটার সুরক্ষার জন্য এক্সটার্নাল হার্ডডিস্ক/ ইউ এস বি ব্যবহার করুন (১৩) কাজের সময় প্রতি দুই ঘন্টা পরপর কয়েক মিনিটের বিরতি/ ব্রেক অবশ্যই হওয়া উচিৎ (কম্পিউটারের কাজে কর্মরতরা প্রতি ২০ থেকে ২৫ মিনিট পর কয়েক সেকেন্ডের জন্য নিজে দৃষ্টিকে স্ক্রিন থেকে সরিয়ে নিন) (১৪) গভীর রাত পর্যন্ত কর্মরতদের উচিৎ, রাতে আরাম করা আর ভোরে দ্রুত উঠে কাজ সম্পন্ন করে নেয়া।

চেষ্টা করুন, ভোরে উঠার পর থেকে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত সকল কাজের সময় নির্ধারণ করা, যেমন; এতোটায় তাহাজ্জুদ, জ্ঞানার্জনের কাজ, মসজিদে তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে ফজরের নামায, (অনুরপভাবে অন্যান্য নামাযসমূহ), নাশতা, উপার্জন (অফিস বা দোকান বা কলেজ ও ইউনিভার্সিটি), দুপুরের খাবার, ঘরোয়া কাজকর্ম, বিকালের ব্যস্ততা (একাডেমী/টিউশন), উত্তম সহচর্য (যদি তা সহজলভ্য না হয় তবে একাকীত্ব অনেক বেশি উত্তম), সীমিত আকারে প্রয়োজনীয় সাক্ষাত ইত্যাদির সময় নির্ধারণ করে নিন। যারা এতে অভ্যস্ত নয়, হয়তো তাদের শুরুতে কিছুটা কঠিন মনে হবে। অতঃপর যখন অভ্যাস হয়ে যাবে তখন এর উপকারীতা, বরকত এবং লাভ নিজেই প্রকাশ হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَاللّٰه সময়সূচীর কিছু উপকারীতা নিম্নে দেয়া হলো:

সময়সূচীর উপকারীতা:

(১) সময়ের ডিসিপ্লিন দ্বারা অগ্রাধিকার (Priorities) নির্ধারণ করা সহজ হয়ে যায় (২) গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন কাজের স্তর বিন্যাস হয়ে যায় (৩) গুরুত্বপূর্ণ কাজ সময়মতো এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয় (৪) প্রশান্তি নসীব হবে ও কম সময়ে বেশি কাজ করা যাবে, কেননা তখন অন্য কাজে মনোযোগ থাকবে না (৫) শিডিউল বানানোর কারণে সময় বাঁচবে এবং আরো নতুন নতুন কাজের ইচ্ছা ও প্রেরণা পাওয়া যাবে (৬) সময় নির্ধারণ হওয়ার কারণে মানুষের সাথে করা ওয়াদা পূরণ হবে, অন্যথায় যারা সময়মতো পেমেন্ট করে না/ অর্ডার পূর্ণ করবে না বা ডেলিভারী দেয় না তবে তাদের ব্যবসা খুবই প্রভাবিত হয় (৭) মানুষের সাথে সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হবে, যার ফলে সময়মতো সাক্ষাত দ্বারা আরাম পাওয়া যাবে (৮) জীবনের উদ্দেশ্য বানানোতে সহযোগীতা অর্জিত হবে এবং (৯) জীবনের বিপদাপদ কম ও সহজতা বৃদ্ধি হবে ইত্যাদি।

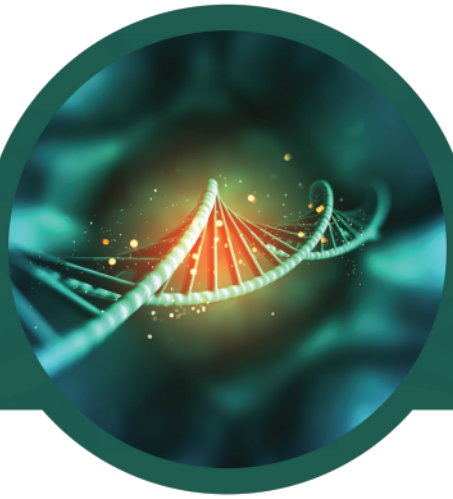

উদ্বেগ (Anxiety)

ডাক্তার যিরক আত্তারী

আল্লাহ পাক আমাদেরকে জ্ঞান ও চেতনার নেয়ামত দান করেছেন, আমাদের মধ্যে আবেগ ও অনুভূতিকে উত্থাপিত করেছেন, যার ফলে আমরা জীবনের আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারি। সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় মানুষের আবেগেও উত্থান পতন হতে থাকে। একই দিনে আমরা কয়েকবারই আনন্দ বা বেদনা বা উভয়ের মিলিত অবস্থার মাধ্যমে অতিবাহিত করি, যা একেবারেই স্বাভাবিক।

অনেক সময় অবস্থা ও ঘটনা আমাদের মন ও মননে কিছু এরূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে, আমরা অস্থির হয়ে যাই। এক অদ্ভুত চিন্তা বা ভয় ভর করে নেয়। হৃদস্পদন বেড়ে যায়, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়, শরীর কাঁপতে থাকে, কপালে ঘাম হয় এবং পেশীতে টান অনুভব হতে থাকে। এই অবস্থা ও পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তির কিছুই বুঝে আসে না, আমার সাথে কি হচ্ছে, তার এমন মনে হয়, আমার ক্ষমতায় কিছুই নাই আর বিফলতাই আমার ভাগ্য।

এই অবস্থার নাম হলো উদ্বেগ। জীবনের অনেক পরিস্থিতিতে আমাদের সাথে এরূপ হয়ে থাকে। যেমন; পরীক্ষার পূর্বে বা কোন জরুরী মিটিংয়ের সময় বা ফ্লাইটের জন্য দেরী হওয়ার সময়। এরূপ উৎকণ্ঠা একেবারে নরমাল বরং অনেক সময় তো এরূপ উৎকণ্ঠা উপকারী সাব্যস্ত হয়ে থাকে, কেননা আপনি সচেতন হয়ে যাবেন এবং আপনার কর্মক্ষমতাও (Performance) উত্তম হয়ে যাবে।

যাইহোক উদ্বেগের ব্যাপারে এই বিষয়টি মনে গেঁথে নিন, যদি কোন ব্যক্তি এরূপ উদ্বেগে লিপ্ত থাকে যার কারণে দৈনন্দিন জীবনের রুটিনে কোন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে যেমন; কাজকর্ম, বৈবাহিক জীবন, মানুষের সাথে মেলামেশা, কথাবার্তা, লেনদেন এবং অন্যান্য ব্যাপার সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে তবে এই উদ্বেগও আমাদের জন্য নরমাল। হায়! এরূপ উদ্বেগ যেনো আখিরাতের চিন্তায় পরিবর্তন হয়ে যায় তবে জীবন সজ্জিত হয়ে যাবে।

এবার আসা যাক ঐ উদ্বেগের দিকে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে, যার কারণে আমরা আমাদের দায়িত্ব পূরণ করতে পারিনা এবং একটু বেশিই অপরের সমর্থন প্রয়োজন হয়। উদ্বেগ স্বয়ং রোগ নয় বরং যেমন মাথা ব্যথার

অনেক কারণ থাকে, তেমনি এই উৎকণ্ঠাও একটি নিদর্শন, যা বিভিন্ন রোগের কারণে প্রকাশ পায়।

উদ্বেগের কারণঃ

মানসিক রোগ, যেমন; ✯ মানসিক চাপ (Depression) ✯ ফোবিয়া (Phobia) ✯ সন্দেহ/ কুমন্ত্রণার রোগ (Obsessive-Compulsive Disorder) ✯ কোন বড় দূর্ঘটনার কারণে সৃষ্টি হওয়ার মানসিক চাপ (Post-Traumatic Stress Disorder) শারীরিক রোগ, যেমন; ✯ ক্যান্সার ✯ জোড়ার ব্যথা এবং ফোলার ব্যাধি (Arthritis) ✯ থাইয়োরাইড হরমোন বৃদ্ধি ✯ হৃদস্পন্দনের একটি বিশেষ রোগ, যাতে হঠাৎ হৃদস্পন্দন অনেক বেশি বেড়ে যায় ইত্যাদি।

অতএব যদি রোগী নিজেকে উদ্বেগের শিকার পায় তবে সে যেনো কোন বিশেষজ্ঞের সরনাপন্ন হয়। বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর উচিৎ, সে যেনো উদ্বেগের পরিপূর্ণভাবে মূল্যায়ন করে এবং রোগের মূল পর্যন্ত যায়। অনেক সময় রোগী কোন সাধারণ ডাক্তারের নিকট চলে যায় এবং ডাক্তারও ফিস নেয়ার চক্করে নিজের প্রফেশনাল গাইড লাইনকে চাপা দিয়ে পরিপূর্ণ যাচাই বাচাই না করেই চিকিৎসা শুরু করে দেয়।

উদ্বেগের অনেক চিকিৎসা বিদ্যমান রয়েছে। চিকিৎসার প্রকৃতি ও কারণের ভিত্তিতে তা সামান্য ভিন্ন হয়ে থাকে কিন্তু এই বিষয়বস্তুতে যেই উদ্বেগের চিকিৎসার সুপারিশ করা হচ্ছে তা اِنْ شَآءَ الله সকলের জন্য উপকারী হবে।

✯ সর্বপ্রথম আপনি আপনার অবস্থা যাচাই করুন। এমন কোন উপদান যা আপনাকে অস্থির করে দেয়। অনেক সময় বিশেষ সময়ে উদ্বেগ বেশি হয়ে যায়। এই ব্যাপারে যদি আপনি অবস্থার ডায়েরী লিখা শুরু করেন তবে আপনি আপনার প্রবলেম বুঝার সুযোগ পাবেন। যেমন; একটি কলামে সময় লিখুন। দ্বিতীয় কলামে আপনার আবেগ ও অনুভূতি, তৃতীয় কলামে আপনার মনে চলা চিন্তাভাবনা লিখুন এবং চতুর্থ কলামে ঐ অবস্থা ও ঘটনা লিখুন যার কারণে আপনি উদ্বেগের শিকার হন। যতই আপনি আপনার গতিবিধি সম্পর্কে বুঝতে পারবেন ততই আপনি নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে সফল হবেন।

✯ আপনি যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হন, তা লিপিবদ্ধ করুন। যেমন; যে সমস্যা সহজেই সমাধান হতে পারে তা প্রথমেই সমাধানের চেষ্টা করুন। এতে আপনার আত্মবিশ্বাস অর্জিত হবে এবং উদ্বেগ কমে আসবে। যদি আপনি সমস্যাকে গুরুগম্ভির মনে করে ছেড়ে দেন তবে এর বোঝা আপনার মানসিকতায় পাহাড়ের ন্যায় ভারী হয়ে যাবে এবং আপনি উদ্বেগের চক্করে ফাঁসতে থাকবেন।

✯ ঘুমানো, জাগ্রত হওয়া, পানাহার এবং ইবাদতের একটি রুটিন থাকা উচিৎ। এ ব্যাপারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করা আপনার জীবনে একটি উত্তম রুটিন ইতিবাচক পরিবর্তন (Positive change) আনতে পারে। যিকির, তিলাওয়াতে কুরআন এবং দরূদে পাকের

অভ্যাস আপনার উদ্বেগকে অনেকাংশে কমাতে পারে।

✯ ব্যায়াম উদ্বেগ দূর করতে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন আধা ঘন্টা এমন ব্যায়াম করুন, যাতে আপনার ঘাম নির্গত হয়, নিঃশ্বাস সামান্য বড় হয় এবং হৃদস্পন্দনের বৃদ্ধি অনুভব হয়। উদ্বেগের কারণে যেই চাপ শরীরে এসে যায় ব্যায়ামের মাধ্যমে সেই চাপ একেবারে দূর হয়ে যায়।

✯ আপনার সহমর্মিদের থেকে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য চান, তাদের উপর বোঝা হবেন না। আপনি তাদের সাথে আপনার ঐ আবেগ ও অনুভূতি শেয়ার করুন (যা শরীয়াতও অনুমতি দেয়)। এতেও আপনার উদ্বেগ কমবে।

✯ আপনার জীবনে যেই ইতিবাচক বিষয় রয়েছে তার তালিকা বানান। প্রতিদিন এই তালিকা অধ্যয়ন করুন এবং এই এই ইতিবাচক বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। আমাদের দ্বীন আমাদের ইতিবাচক চিন্তা শিখায়। একজন মুমিন বান্দার এটা শোভা পায় না, সে নিজের ও অপরের ব্যাপারে নেতিবাচক চিন্তা ধারন করবে।

✯ প্রতি শনিবার মাদানী চ্যানেলে হওয়া সরাসরি মাদানী মুযাকারা শুনুন। এর মাধ্যমে যেই অনন্য কাউন্সিলিং আপনার হবে তার কোন বিকল্প নেই।

✯ আপনার ডাক্তারের পরামর্শকে গুরুত্ব দিন ও প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপূর্ণভাবে পালন করুন। অনেক রোগীর ঔষধেরও প্রয়োজন হয় না। ঔষধের ব্যাপারে মানুষের মাঝে ভুল ধারণা রয়েছে, যার কারণে অনেক লোক মানসিক রোগের ঔষধ নেয় না, যার ফলে তারা সারা জীবন মানসিক রোগে আক্রান্ত থাকে।

দা'ওয়াতে ইসলামী দিবস
২ রা সেপ্টেম্বর ২০২২

কুরআন সুন্নাহর সুবাসিত দ্বীনি সংগঠন
দা'ওয়াতে ইসলামী

- আমি দা'ওয়াতে ইসলামীকে ভালবাসি
- দা'ওয়াতে ইসলামী দিবস

DAWATEISLAMI
www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net,

01180414